পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 346 Tuesday, 19 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৪৬ সংখ্যা ❋ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মণিপুর ইস্যুতে শাহের পদত্যাগ চাইল কংগ্রেস, মোদিকে রাজ্য পরিদর্শনের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করল কংগ্রেস। সোমবার দেশের প্রধান বিরোধী দল একইসঙ্গে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের ইস্তফার দাবি তোলে। প্রায় দেড় বছর ধরে চলা উত্তর-পূর্বের এই পাহাড়ি রাজ্যে হিংসা চলতে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটিবারের জন্যও সেখানে গিয়ে না দাঁড়ানোয় ফের একবার খড়্গহস্ত হয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি, আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সংসদের শীত অধিবেশনের আগেই মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে একটি সর্বদল বৈঠক ডাকুন প্রধানমন্ত্রী। এদিন রাজধানী নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী মণিপুর ইস্যু মেটানোর দায় সঁপেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একমাত্র সাফল্য হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পিঠ বাঁচানো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরের সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানকার নিরীহ মহিলা ও শিশুদের প্রাণরক্ষা করতে

পারেননি অমিত শাহ। ফলে তাঁর উচিত এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করা।’’ জয়রাম আরও বলেন, ‘‘গতবছর ৩ মে থেকে মণিপুরে আগুন জ্বলছে। এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু, একবারও মণিপুরে যাওয়ার সময় বের করতে পারেননি। আমাদের দাবি, সংসদের অধিবেশনের আগেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্য পরিদর্শনে যান, সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলুন, আশ্রয় শিবিরে গিয়ে মানুষের কথা জানতে চান।’’ মণিপুরের রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং বলেন, ‘‘রাজ্যে এখন কোনও আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। স্বাভাবিক জনজীবন উধাও। নিরীহ মানুষকে অপহরণ করে খুন, বিশেষত নারী ও শিশু খুনের ঘটনা বাড়ছে। খুনের হুমকি দিয়ে তোলা আদায় করছে একশ্রেণির মানুষ। মোদি একবার নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন, মণিপুরে শান্তি কায়েম করতে যারা পারবে না, তাদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। আমি তাঁর কাছে জানতে চাই, ডাবল ইঞ্জিন সরকার কি রাজ্যে শান্তি ফেরাতে পেরেছে?’’

বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত!

সিবিআইয়ের অস্ত্রেই জামিনের জোরাল সওয়াল অভিজিৎ-সন্দীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে আদালতে জানাল সিবিআই। আর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই বয়ানকে সামনে রেখেই এদিন আদালতে জামিনের সপক্ষে জোর সওয়াল করলেন ধৃত টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল এবং আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী। অভিজিৎ এবং সন্দীপের আইনজীবী এদিন আদালতে জামিনের আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য, ‘‘সিবিআই বলছে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। মানে তারা নিশ্চিত নয় অর্থাৎ ষড়যন্ত্র নাও থাকতে পারে। তাহলে এভাবে কেন আটকে রাখা হবে? কেন জামিন মিলবে না?’’ গত ৮ আগস্ট গভীরব রাতে আরজি করের চারতলার সেমিনার হলে নৃশংসভাবে ধর্ষণ-খুনের শিকার হন ডাক্তারি ছাত্রী। ওই ঘটয়া সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে তদন্তভার গ্রহণের পর তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন সিবিআইয়ের তরফে আদালতে জানানো হয়, আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীর খুন-ধর্ষণের ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা আছে। এব্যাপারে তদন্তে নেমে বাজেয়াপ্ত করা পাঁচটি হার্ড ডিস্ক ফের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে আদালতে এও জানানো হয়, সঞ্জয় ছাড়া নির্দিষ্টভাবে আর কারও নামে এখনও বিশেষ কোনও তথ্য মেলেনি। এরপরই টালা থানার প্রাক্তন ওসি এবং আরজি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষর আইনজীবী তাঁদের হয়ে আদালতে জামিনের আবেদন জানান। টালা থানার প্রাক্তন ওসির আইনজীবী এদিন আদালতে বলেন, ‘‘আমরাও জাস্টিস পেতেই আদালতে এসেছি। এটা মোঘল রাজ নয়। বাদশা বললেই হবে না কে কে জেলে থাকবে। এটা কোর্ট।’’ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ সেকশনে অভিজিৎ মণ্ডলকে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন তাঁর আইনজীবী বলেন, ‘‘গ্রেফতারের পর প্রথম দিনের আবেদন পত্রে সিবিআই জানিয়েছিল খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়নি। তথ্য নষ্টের সম্ভাবনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর ৬৫ দিন অতিক্রান্ত। এখনও কোনও চার্জশিট দেওয়া হয়নি অভিজিতের নামে। নতুন কোনও সেকশনও যুক্ত করা হয়নি। বিচার প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে। তাহলে কেন এভাবে আটকে রাখা হবে? কেন জামিন মিলবে না?’’ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবীও জামিনের আবেদন জানান। এ সময় সিবিআইয়ের তরফে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, সুপ্রিমকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। বিচারক জানান, আলাদা এফআইআর হলে সেক্ষেত্রে বেলেবেল হত। কিন্তু একটি এফআইআরের ভিত্তিতেই তদন্ত চলছে। এরপরই অভিজিৎ-সন্দীপের জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

সুশান্ত ঘোষকে খুনে ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ কসবাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিহার গ্যাংকে সুপারি দিয়েছিলো গুলজার। পুলিশি জেরায় তদন্তকারীদের এমনটাই জানিয়েছে অভিযুক্ত। তবে পুরো টাকার লেনদেন হয়নি বলেও দাবি করেছে গুলজার। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার নিজের বাড়ির সামনে আক্রান্ত হন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তাঁর উপর গুলি চালানোর চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার মধ্যেই অন্যতম হল এই গুলজার। যে কি না কাউন্সিলরের উপর হামলার ঘটনায় ‘মাস্টারমাইন্ড’ তেমনটাই বলছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, জেরায় সহযোগিতা করছে না অভিযুক্ত। নিজের পরিচয় নিয়েও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছে সে। সেই কারণে এই ঘটনায় বিহার বাদে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না তা জানতে তদন্তে অন্য রাজ্যেও গিয়েছে কলকাতা পুলিশের একটি দল। পুলিশ সূত্রে খবর, বিহারের এই পাপ্পু গ্যাং-কেই সুপারি দেওয়া হয়েছিল। সেই গ্যাং-এর চারজন কলকাতায় আসে। একজন মাস খানেক আগেই এ শহরে এসে থাকতে শুরু করে। এরপর বৃহস্পতিবার আরও তিনজন আসে। বিহার থেকে আসা চার জনের মধ্যে তিন জনই ছিল সার্প শ্যুটার। তার মধ্যে পুলিশের জালে ধৃত যুবরাজ কুমার এই দলে নতুন সদস্য। তিন জন সার্প শ্যুটার থাকলেও কেন যুবরাজকে ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। আরও জানা যাচ্ছে, তিন জন শ্যুটারের বিরুদ্ধে ৩০ টির বেশি মামলা আছে বিহার ও ভিন রাজ্যে। যার মধ্যে খুন, ডাকাতি, অস্ত্র আইনের মতো মামলাও রয়েছে। এই পাপ্পু গ্যাং-এর পাপ্পু চৌধরী একাধিক রাজ্যে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ ক্রিমিনাল।

নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

যোগ্যদের পৌঁছে দিতে হবে কাস্ট সার্টিফিকেট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ যোগ্যদের কোনওভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না। সবাই যাতে কাস্ট সার্টিফিকেট হাতে পান সোমবার নবান্নের বৈঠকে তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির জন্য উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক বসে। রাজ্যের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি জানান, সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আদিবাসীদের অনেকেই ঠিকমতো জানেন না। সে গুলি যাতে ঠিকমতো প্রচার করা হয় বিডিওদের সেই দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়া আদিবাসী গ্রামগুলিতে বাইরে থেকে লোকেরা এসে হোম স্টে তৈরি করছেন। কিন্তু তাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কোনও উপকার হচ্ছে না। সে কারণে যারা হোম স্টে তৈরি করতে ইচ্ছুক, তাঁদের সরকারি অনুদান দিয়ে সাহায্য করার বিষয়টিও এদিনের বৈঠকে উঠে এসেছে বলে সূত্রের খবর। পর্যটন বিকাশে বিশেষত জঙ্গলমহল এবং সুন্দরবন এলাকায় হোম স্টেতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। তাই এই এলাকাগুলিকে স্পেশ্যাল ক্যাটাগরির আওতায় ইতিমধ্যে আনা হয়েছে। পর্যটনের বিকাশে রাজ্যকে

যে পাঁচ জোনে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে ওই স্পেশ্যাল ক্যাটাগরি ছাড়াও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা রয়েছে বিশেষ জোনের আওতায়। ওই এলাকায় হোম-স্টে গড়ে তোলা হলে, সরকারের তরফে সুযোগ সুবিধা মিলবে অনেকটাই বেশি। তবে শুধুমাত্র পর্যটন বিকাশই হোম স্টে ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার একমাত্র কারণ নয়। রাজ্য চাইছে, এর মাধ্যমে একই সঙ্গে পর্যটনের বিকাশ এবং স্থানীয়দের আয় বাড়ানোর রাস্তা খুলে দেওয়া। তবে এদিনের বৈঠকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তথা মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ঝাড়খণ্ডে ভোট প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে আসেননি তিনি। খগেনের এমন পদক্ষেপকে নিশানা করতে ছাড়েনি তৃণমূল। শাসক দলের অভিযোগ, বিরোধীরা বলে তাঁদের নাকি কোনও বৈঠকেই আমন্ত্রণ জানায় না রাজ্য। কিন্তু বৈঠকে ডাকার পরও না আসা কেমন দ্বিচারিতা প্রশ্ন তৃণমূলের।

দিল্লি দূষণে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, কেন্দ্র ও রাজ্যকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ বায়ু দূষনের কারণে ক্রমেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হয়ে উঠছে রাজধানী দিল্লি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধোঁয়াশার চাদরে মুড়ে রয়েছে গোটা রাজধানী। যারফলে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাজধানীবাসীর। দিল্লি-এনসিআরের বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আদালত জানায়, গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে চতুর্থ স্তরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। আদালত আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, বায়ুর মান সূচক ৪৫০-এর নিচে নেমে গেলেও এই বিধিনিষেধ চালু থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি-এনসিআরের সব রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, অবিলম্বে বিশেষ দল গঠন করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে। আদালত বলেছে, ‘‘বিধি প্রয়োগে দেরি হলে তা দূষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই সাংবিধানিক দায়িত্ব দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।’’

স্বাস্থ্যভবন অভিযানে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, ডেপুটেশন কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের ডেপুটেশন ঘিরে ধুন্ধুমার। থ্রেট কালচারের অভিযোগে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেন সিনিয়র চিকিৎসকরা। ২ মাসের জন্য স্বাস্থ্যভবন চত্বরে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। পুলিশ ঢুকতে বাধা দেওয়ায় চিকিৎসকদের সঙ্গে বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে দুই চিকিৎসককে প্রতিহিংসায় বদলি করে দেওয়ারও অভিযোগ সিনিয়র চিকিৎসকদের। সিনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্য, ‘‘আমাদের দাবি নির্দিষ্ট। এরকম পশ্চিম বাংলায় থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে একটা জনজাগরণ চলছে, সেই জনজাগরণে উসবের পর থেকে ভাঁটা দেখা দিয়েছে। সেই সময় মনে করেছে আন্দোলন থেমে গিয়েছে। তাই নতুন করে সরকার তার দাত-নখ বার করেছে। তার প্রথম প্রমাণ জলপাইগুড়িতে দু’জন বর্ষীয়ান চিকিৎসককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতাল থেকে গ্রামীণ হাসপাতালে এই বদলিকে আমরা থ্রেট কালচারের প্রত্যাবর্তন বলেই দেখছি।’’ তাঁরা আরও বলেন, ‘‘আমরা ওই দুই চিকিৎসককে ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে বলেছিলাম। সেই মতো তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে উনি কুকুরের মতো ব্যবহার করেন। ঘর থেকে বের করে দেন।’’ ওই দুই সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েই সোমবার জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেন। সেখানে ১৬৩ ধারা জারি থাকায় পুলিশ ঢুকতে বাধা দেয়। তাতেই বচসা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয় স্বাস্থ্যভবন চত্বরে।

গাড়ির মাথা চাপড়াল পুলিশ, বাজানো হল হর্ন, অভিযুক্ত সিভিকের কণ্ঠরোধের চেষ্টা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ প্রিজন ভ্যান থেকে চিৎকার করে অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। কখনও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের নাম নিয়ে সরব হয়েছেন। কখনও অভিযোগ তুলেছেন তাঁর নিজের ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে। তারপর আদালতে তোলার সময় অভিযুক্তের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে দেখা গিয়েছে। কালো কাচের গাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে। আর এবার দেখা গেল আরও এক অদ্ভুত ছবি। গাড়ির মাথা চাপড়াচ্ছে পুলিশ! সোমবার যখন অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে শিয়ালদহ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে, তখন তিনি নামার সময় পুলিশকে দেখা যায় গাড়ির মাথায় সজোরে চাপড়াতে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাত দিয়ে গাড়ির মাথায় শব্দ করতে থাকেন তাঁরা। সেখানেই শেষ নয়, একটানা হর্ন বাজাতেও শোনা যায় ওই গাড়িতে। প্রশ্ন উঠেছে, অভিযুক্তের কণ্ঠরোধ করতেই কি এভাবে শব্দ করা হল? এই ঘটনায় আবারও

ফিরছে কুণাল ঘোষের স্মৃতি। সারদা কাণ্ডে জেলে থাকাকালীন কুণাল ঘোষকে ঠিক একইভাবে প্রিজন ভ্যান থেকে অভিযোগ জানাতে দেখা গিয়েছিল। আর তারপর কুণাল ঘোষ যাতে বিশেষ কিছু বলতে না পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। একইভাবে আরজি কর কাণ্ডেও একই ছবি। তবে কুণালকে প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হত, আর এ ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে কালো কাচের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চার্জ গঠনের পর শিয়ালদহ কোর্টে প্রতিদিন শুনানি হচ্ছে আরজি কর মামলার। প্রতিদিনই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অভিযুক্ত সিভিককে।

সংঘর্ষে জ্বলন্ত মনিপুরে যাচ্ছে এনআইএ বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ মণিপুরে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় জাতীয় তদন্ত সংস্থা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে। হিংসায় বহু মানুষের প্রাণহানি এবং জনজীবনে ব্যাপক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে মণিপুর পুলিশের কাছ থেকে এই তিনটি মামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনায় সামাজিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত হিংসার প্রকৃত কারণ এবং মূল ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই তিনটি মামলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জিরিবামে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী এবং কুকি জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা। এই সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন কুকি জঙ্গি নিহত হন। এই ঘটনায় হিংসা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাকি দুটি মামলাও মণিপুরের সাম্প্রতিক অস্থিরতার সঙ্গে জড়িত। তবে তদন্তের স্বার্থে এনআইএ সেগুলি নিয়ে এখনই বিশদে কিছু জানায়নি। এনআইএ সূত্রে খবর, হিংসার পেছনে থাকা ষড়যন্ত্র এবং অর্থায়নের উৎস খুঁজে বের করাই তদন্তের মূল লক্ষ্য। মণিপুরে সাম্প্রতিক অশান্তির কারণে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা এবং সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ঘটনার জটিলতা এবং আন্তঃরাজ্য সংযোগের কারণে এই মামলাগুলি এনআইএর হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, ‘‘এই ধরনের ঘটনায় বহু পক্ষ জড়িত থাকে। স্থানীয় পুলিশ

কিছু তথ্যের নাগাল পেলেও, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ব্যাপকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সক্ষম।’’ জিরিবাম এলাকা, যা মণিপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ হিল জোন, সেখানেই গত মাসে সিআরপিএফ এবং কুকি জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই হয়। সিআরপিএফের একটি পেট্রোলিং দল কুকি জঙ্গিদের একটি সন্দেহজনক ঘাঁটি চিহ্নিত করে। এরপরে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়, যাতে ১০ জন কুকি জঙ্গি নিহত হন। এই সংঘর্ষের ফলে কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং হিংসা আরও ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অবরোধ, সংঘর্ষ, এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মণিপুরে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই জমি, সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে বিরোধ চলছে। সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাগুলি এই পুরনো বিরোধের ফল। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাহ্যিক ষড়যন্ত্রকারী এবং অস্ত্রের সহজলভ্যতাও এই হিংসা বাড়িয়ে তুলেছে। এনআইএ ইতিমধ্যেই মণিপুরে তদন্ত শুরু করেছে। দলটি বিভিন্ন ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করছে এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এনআইএর তদন্তে এই অস্থিরতার পেছনে থাকা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এনআইএ-এর এক মুখপাত্র বলেন, ‘‘তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হিংসায় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের উৎস এবং অর্থায়নের পদ্ধতি খুঁজে বের করতে। হিংসার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে।’’ মণিপুরের পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। সংঘর্ষের কারণে রাজ্যের সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের এক প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, ‘‘মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করছে। এনআইএ-এর তদন্তে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হলে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে বলে আমরা আশাবাদী।’’ মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করা। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে হিংসার পেছনে থাকা প্রকৃত কারণগুলির সমাধান করা। পাশাপাশি, প্রান্তিক সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

সুরিনামে ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ প্রতিশ্রুতি মতো দক্ষিণ আমেরিকার দেশ সুরিনামে ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত সুরিনামের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করেছে। সুরিনাম সরকারকে তাদের সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির জন্য খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রায় ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্যের প্রথম চালান গত শনিবার ভারত থেকে সুরিনামের রাজধানী প্যারামারিবোর উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে।

দিল্লিতে দূষণের কষ্ট অব্যাহত, ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে বাতাসের গুণগতমান

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণের কষ্ট অব্যাহত রয়েছে, রোজই একটু একটু করে খারাপ হচ্ছে বাতাসের গুণগতমান। বিগত কয়েকদিনের মতো সোমবারও ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল রাজধানী দিল্লি। দিল্লির বাতাসের গুণগতমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) অর্থাৎ একিউআই সোমবারও খারাপ পর্যায়ে থাকল।এদিন সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার, নেহরু প্লেস, ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো এলাকাগুলিতে বাতাসের গুণগত মান খারাপ ছিল। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশ এবং হরিয়ানাতেও বাতাসের গুণগতমান ছিল খারাপ পর্যায়ে। ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যগুলি

মহারাষ্ট্রের নির্বাচন মতাদর্শ এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ঃ রাহুল গান্ধী

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর ঃ ফের একবার বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের কথায়, মহারাষ্ট্রের নির্বাচন মতাদর্শ এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে।সোমবার মুম্বইয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, মহারাষ্ট্র নির্বাচন হল মতাদর্শের নির্বাচন এবং ১ থেকে ২ জন বিলিয়নিয়ার এবং দরিদ্রের মধ্যে একটি নির্বাচন। কোটিপতিরা চান মুম্বইয়ের জমি তাঁদের হাতে চলে যাক। হিসেব অনুযায়ী ১ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হবে ১ কোটিপতিকে।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমাদের ভাবনা হল মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্রের কৃষক, দরিদ্র, বেকার, যুবকদের সাহায্য দরকার। আমরা প্রত্যেক মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিনামূল্যে ৩০০০ টাকা জমা দেব, মহিলা এবং কৃষকদের জন্য বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে, ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মকুব করা হবে, জাতিগত জনগণনা যা আমরা তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকে করছি, আমরা মহারাষ্ট্রেও তা করব।

দূষণে জেরবার দিল্লি, জনগণের হাতে মাস্ক তুলে দিলেন বিজেপি নেতারা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ পারদ-পতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূষণ বাড়ছে দিল্লিতে। সোমবার সকাল ৯টায় সেখানে বায়ুর গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ছিল ৪৮৫। মাত্রাতিরিক্ত এই দূষণের প্রেক্ষিতে জনসাধারণের হাতে মাস্ক তুলে দিলেন বিজেপি নেতারা। সোমবার দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল দিল্লির সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনে জনসাধারণের হাতে মাস্ক তুলে দেন।দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, দিল্লির পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। দিল্লি সরকারের

এক দেশ, এক ভোট প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ এক দেশ, এক ভোট প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা যদি এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে ৫ বছরে একবার নির্বাচন করতে হবে এবং তারপর ৫ বছর কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোমবার দিল্লির হংসরাজ কলেজে বিকশিত ভারত-অ্যাম্বাসেডর ইয়ুথ কানেক্ট প্রোগ্রামে যোগ দেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের পৌরহিত্যে 'এক দেশ, এক ভোট'-এর যে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, সেই রিপোর্ট সংসদে আনা হবে। এটা প্রয়োজন, কারণ আমরা এক দেশ, আমাদের একসঙ্গে ভোট দেওয়া উচিত এবং সারা দেশে শুধুমাত্র একটি ইস্যু চলা উচিত। আগামী ২৫ নভেম্বর সংসদ অধিবেশন বসতে চলেছে। অনেক বিল আসতে চলেছে এবং আমি বিশ্বাস করি এক দেশ, এক ভোটের মতো বিষয়গুলো আসতে চলেছে।

অশান্ত মণিপুরে আরও ৫০ কোম্পানি সিএপিএফ পাঠাবে কেন্দ্র, জরুরি বৈঠকের পর নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ উত্তরপূর্বীয় রাজ্য অশান্ত মণিপুরে নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলাজনিত ' অস্থির পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সেন্ট্রাল আরমড পুলিশ ফোর্স সংক্ষেপে সিএপিএফ) পাঠাবে। ৫০ কোম্পানিতে থাকবেন কমান্ডেন্ট,ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ পাঁচ হাজারের বেশি সশস্ত্র জওয়ান।আজ সোমবার নয়াদিল্লিতে সরকারি সূত্র এ খবর দিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জরুরি ভিত্তিতে এক বৈঠক করেছেন। আজ রাতে মণিপুরের ' অস্থির পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে আবার বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই বৈঠকে মণিপুর সরকারের মুখ্যসচিব, ডিজিপি সহ সব কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরিস্থিতির ' দেবেন। রাতের পর্যালোচনা বৈঠকে অমিত শাহ অস্থিরতা এবং জঙ্গি মোকাবিলায় বিকল্প কৌশল তৈরি করতে পারেন, আশা ব্যক্ত করেছে সরকারি সূত্রটি।সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যথেষ্ট ' গত তিনদিন ধরে শনি, রবি এবং সোমবার স্বরাষ্ট্র সচিব সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছেন তিনি। সব বৈঠকে মণিপুরে নিয়োজিত সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।নতুন করে জিরিবাম সহ অন্যান্য জেলায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পর গত ১২ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে অতিরিক্ত ২০ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, ১৫ কোম্পানি সিআরপিএফ এবং বিএসএফ-এর পাঁচ কোম্পানি পাঠানো হয়েছিল। এর পর পরিস্থিতি ' হয়ে পড়ায় আরও ৫০ কোম্পানি সিএপিএফ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ছাড়া মণিপুরে বর্তমানে মোতায়েন রয়েছে ২১৮ কোম্পানি সিএপিএফ।সূত্রটি জানিয়েছে, সিআরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল অনীশ দয়াল সিং এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা মণিপুরে অবস্থান করছেন। তাঁরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত নবজাতক সুরক্ষা সপ্তাহ ও নিউমোনিয়া প্রতিরোধ সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ নভেম্বর ঃ নবজাতক সুরক্ষা এবং শিশু নিউমোনিয়া প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সোমবার করিমগঞ্জ শহরে এক সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে নবজাতক সুরক্ষা সপ্তাহ এবং এসএএএনএস (সাঁস) বা সোশাল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাকশন টু নিউট্রেলাইজ নিউমোনিয়া সাকসেসফুলি কর্মসূচি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। শোভাযাত্রাটি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল থেকে শুরু হয় এবং বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. মতীন্দ্র সূত্রধর এই

শোভাযাত্রারার সূচনা করেন।উপস্থিত ছিলেন সুমন চৌধুরী, জেলা মিডিয়া এক্সপার্ট শংকর লাল দে, জেলা অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার সুমিত রায়, জেলা এপিডেমিওলজিস্ট এবং দেবজিত দে, এনভিবিডিসিপি পরামর্শদাতা। শোভাযাত্রায় এএনএম এবং আশাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা প্ল্যাকার্ড হাতে নবজাতক পরিচর্যা, সময়মতো টিকা দান, হাইজিন এবং নিউমোনিয়ার প্রতিরোধে পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা ছড়িয়েছেন। শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ডা. সূত্রধর বলেন, নবজাতক এবং শিশুদের স্বাস্থ্য আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। নবজাতক সুরক্ষা সপ্তাহ এবং এসএএএনএস (সাঁস) কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য কাজ চলছে এবং জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। শোভযাত্রাটি স্থনীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং করিমগঞ্জ জেলার প্রতিটি শিশুর সুস্থ ভবিষ্য নিশ্চিত করতে প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।উল্লেখ্য, নবজাতক সুরক্ষা সপ্তাহ (১৫-২১ নভেম্বর), স্তন্যপান, পরিচ্ছন্নতা এবং টিকাদানের মতো বিষয়গুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় উদ্যোগ। এসএএএনএস কর্মসূচি, পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়া প্রতিরোধ, প্রচার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে লড়াই করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৮ নভেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

ক্যাগ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সত্যতা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃভারতের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে এবং ক্যাগ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই মন্তব্য করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। শনিবার নতুন দিল্লিতে চতুর্থ অডিট দিবসে বক্তব্য রাখার সময় ওম বিড়লা উল্লেখ করেছেন, তিনি ভারতীয় অডিটিং সিস্টেম অধ্যয়ন করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজনকে ভারতে আসতে দেখেছেন।তিনি বলেন, ভারতে আগতরা ভারতীয় পদ্ধতি থেকে শিখে এবং নিজেদের দেশে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর প্রতিষ্ঠানের সূচনা এবং সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি তার অবদানকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর অডিট দিবস পালিত হয়।

দূষণ বাড়ছে হরিয়ানায়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ

চন্ডীগড়, ১৮নভেম্বর ঃ বিগত কিছু দিন দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির মতোই খারাপ অবস্থা হরিয়ানাতেও। আবার খড়িডবচুলি পোড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে, হরিয়ানা সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা অধি দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলা জেলা প্রশাসকদের কাছে একটি চিঠি লেখা হয়েছে।হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে গত শনিবার জানানো হয়েছে, ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা অধি দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলা জেলা প্রশাসকদের কাছে একটি চিঠিও লেখা হয়েছে।

ব্রাজিলে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, আতিথেয়তায় আপ্লুত মোদী

রিও ডি জেনেরি, ১৮ নভেম্বর ঃ জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরি পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাইজেরিয়ায় সফর শেষেই ব্রাজিলে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রিও ডি জেনেরি পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান, জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পৌঁছলাম। বিভিন্ন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য আমি মুখিয়ে আছি।প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। প্রবাসী ভারতীয়দের আতিথেয়তায় আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, রিও ডি জেনিরোতে পৌঁছনোর পর প্রবাসী ভারতীযদের উষ্ণ এবং প্রাণবন্ত অভ্যর্থনা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁদের শক্তি স্নেহ প্রতিফলিত করে যা আমাদের মহাদেশ জুড়ে আবদ্ধ করে।

২৪ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে শুষ্ক আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে এবং ২৪ নভেম্বর হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে শ্রীনগর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২৩ নভেম্বর গভীর রাত থেকে ২৪ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত কাশ্মীর এবং জম্মু বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় হালকা বৃষ্টি এবং উচ্চতর অঞ্চলে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর আরও একটি পরামর্শ জারি করেছে যে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কাশ্মীর বিভাগের অনেক স্টেশন এবং জম্মু বিভাগের বেশ কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।পর্যটক, ট্রেকার এবং ভ্রমণকারীদের বিশেষ করে তুষারপাত এলাকায় প্রশাসনিক এবং ট্র্যাফিক পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বুধবার কিংবদন্তি ফ্লাইং শিখ মিলখার জন্মদিন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ মিলখা সিং, ফ্লাইং শিখ। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে তিনি এই নামেই পরিচিত। কিন্তু এমন নামকরণের পেছনে প্রধান কারণটা অনেকেরই অজানা। মিলখা সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবিভক্ত ভারতের মোজাফফরপুর জেলার গোবিন্দপুরম গ্রামে, ২০ নভেম্বর। দেশভাগের সময় তিনি চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মরতে দেখেছিলেন বাবা-মাকে। তারপর নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভয়ে.ট্রেনের আসনের নিচে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানের মুলতান থেকে। তারপর থেকেই পাকিস্তান নামটা শুনলেই তার মনে ভীতির সঞ্চার হতো।তাই ট্রাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টে ও যাওয়ার কথা হলেই তিনি এড়িয়ে যেতেন। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকের পদক হাতছাড়া হওয়ার পরেও জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি মিলখা সিং-এর। এমনই এক সময়ে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান থেকে একটি ট্রাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টের আমন্ত্রণ এলো ভারত সরকারের কাছে। মিলখাকে ছাড়া দল পাঠানোর মানে হয় না। আর শৈশবের সেই সব দুর্বিষহ স্মৃতির কথা মনে করে মিলখাও যেতে চান নি পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর হস্তক্ষেপে মিলখা সিং পাকিস্তানে

গিয়েছিলেনড সেই সময় .পাকিস্তানের বিখ্যাত স্পিন্টারর ছিলেন আব্দুল খালেকড খালেক বনাম মিলখার দৌড়ের লড়াই দেখতে স্টেডিয়াম উপচে পড়েছিল। মিলখার নিজের স্মৃতিচারণায়, লাহোর স্টেডিয়ামের আশি হাজার দর্শক সেদিন হয়েছিল। তার মধ্যে অন্তত কুড়ি হাজার মহিলা। সবাই মিলখার দৌড় দেখতে চান ।খালেকের সঙ্গে ডুয়েলে নিজের প্রিয় ইভেন্ট ৪০০ মিটারে অনায়াসে জিতলেন মিলখা। কিন্তু ১০০ মিটারে সুবিধে করতে পারলেন না। হেরে বসলেন খালেকের কাছে। শেষ ইভেন্ট ২০০ মিটার ফাইনাল। আবারও মুখোমুখি মিলখা ও খালেক। প্রথম ১০০ মিটার খালেক এগিয়েছিলেন। শেষ ল্যাপে এসে বাজি মেরে দিলেন মিলখা। লাহোর স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান। মিলখার প্রশংসা করে বলেন, মিলখা পাকিস্তানের এসে দৌড়ায়নি। পাকিস্তানে উড়ে বেড়িয়েছেন। পাক প্রেসিডেন্টের মুখের কথায়.থেকেই সেই থেকে মিলখা সিং হলেন ফ্লাইং শিখ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৮ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজিরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। তবে, শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০শতকরা এবং ৬০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে.সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্তঃ আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে রোগী আত্মঘাতী

হুগলি, ১৮ নভেম্বরঃ হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক রোগী। রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ, প্রকাশচন্দ্র বাইন নামের ওই রোগী মরণঝাঁপ দেওয়ার আগে নার্সদের টেবিল থেকে ছুরি-কাঁচি নিয়ে নার্স এবং অন্য রোগীদের ভয় দেখান। বাধা দিতে গেলে তেড়ে যান। তার পর নার্সিং স্টাফদের ঘরের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হাসপাতালের ছাদে উঠে পড়েন তিনি। তার পরেই তিনতলা থেকে ঝাঁপ দেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় গাড়িচালক প্রকাশ গত শুক্রবার পেটব্যথা এবং রক্তবমির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আদতে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি চন্দননগরের মহাডাঙা কলোনিতে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার সকালেই হাসপাতালে যান হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্কমৌলি কর। হাসপাতালের সুপারকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন।

গার্ডেনরিচ উড়ালপুলে গার্ডরেলে ধাক্কা বাইকের, জখম কর্তব্যরত এসআই

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ গার্ডেনরিচ উড়ালপুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক ধাক্কা মারল গার্ডরেলে। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রাত দেড়টা নাগাদ গার্ডেনরিচ উড়ালপুলে একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই সময়ে এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। উড়ালপুল দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বাইক ছোটাচ্ছিলেন এক যুবক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। যুবকের আঘাত না লাগলেও গার্ডরেলটি ছিটকে যায়। ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ছিলেন পশ্চিম বন্দর থানার এসআই রাজেশ মোদক। গার্ডরেলের ধাক্কায় তিনি জখম হন। তাঁর বাঁ কানে আঘাত লাগে। রাতেই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাইক চালক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রাম বাংলায় কনকনে শীতের আমেজ, কলকাতায় আরও নামল তাপমাত্রা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় শীতের আমেজ। রবিবার কলকাতার তাপমাত্রার পারদ নেমে গিয়েছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর সোমবার ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি অতিক্রম করে, মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছল ১৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় আগামী দু'দিন ঘন কুয়াশার পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার সকালে কলকাতা-সহ রাজ্যের সর্বত্রই কনকনে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে।

অ্যাক্রোপলিস মলে ফের অগ্নিকাণ্ড, ফুড কোর্টের একটি দোকানে আগুন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে ফের অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সকালে মলের ফুড কোর্টের একটি দোকানে আগুন লাগে। সেই দোকানের রান্নার জায়গা থেকে আগুন ছড়ায়। তবে কিছু ক্ষণের চেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ ফুড কোর্টের একটি খাবারের দোকানে রান্নার জায়গায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। তবে আগুন ছড়ানোর আগেই তৎপর হয়ে যান দোকানের কর্মীরা। মলের অন্যান্য কর্মীও আসেন ঘটনাস্থলে। বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় মলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কী ভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। অ্যাক্রোপলিসের জেনারেল ম্যানেজার শুভদীপ বসু বলেন, ''সোমবার সকালে সামান্য আগুন লাগে। তবে আমাদের কর্মীদের তৎপরতায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে। সাময়িক ভাবে মল বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরই শপিং মল খুলে দেওয়া হয়।''

খড়েরমাঠ এলাকায় ফাকা বাড়িতে ভয়াবহ চুরি

নববারাকপুর নব বারাকপুর পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডে খড়েরমাঠ সূর্য সেন রোডে একটি ফাকা দোতলা বাড়িতে ভয়াবহ চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির মালিক ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন বাড়ির পিছনে পাচিল টপকে গেটের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে ছেলে স্ত্রীর সাধারণ সোনা রুপো গহনা ঠাকুর ঘরে পিতল কাসা বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বলে জানান বাড়ির মালিক মানস মজুমদার। জানান ফাকা দোতলা বাড়িতে কেউ থাকে না। কর্মসূত্রে স্থানীয় তপতী বালিকা বিদ্যাবিথীর ক্লার্ক এর কাজ করি। প্রতিদিন কার মতো সকালে এসে থাকি। দুপুরে স্কুল থেকে ছেলের কাছে চলে যাই। ছেলে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম শ্রেণির পাঠরত। পড়াশোনার সুবাদে স্ত্রী ছেলে খড়দহ উত্তরপাড়ার মন্দিরপাড়া ভাড়া থাকেন। শনিবার দুপুরে স্কুল থেকে এসে রহড়া চলে যাই ছেলের কাছে। রাতে থাকি। রবিবার সন্ধ্যায় এসে ফাকা দোতলা বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিছানা তছনছ করে আলমারি লকার খুলে কিছু সোনা রুপোর গহনা চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তাজ্জব ভাবতে পারছি না। রবিবার রাতে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নব বারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

গঙ্গাসাগর মেলার আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং এর কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৮ নভেম্বরঃ জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা। গঙ্গাসাগর মেলাকে মাথায় রেখে দফায় দফায় চলছে প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠক। গঙ্গাসাগর মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক বৈঠক চলছে। কিভাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলাতে সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদ ভাবে সুসম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরই গঙ্গাসাগর মেলার আগে ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে মুড়িগঙ্গা নদীতে চলে ড্রেজিং এর কাজ। সেই কাজও ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। মুড়িগঙ্গা নদীতে অতিরিক্ত পলি জমায় জেলা প্রশাসনের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। মুড়িগঙ্গা নদীতে অতিরিক্ত পলি জমায় দুর্ভোগ চরমে উঠেছে সাগরদ্বীপের এলাকাবাসীদের। প্রতিদিন ভাঁটার সময় গড়ে ৫ থেকে ৬ ঘন্টা করে বন্ধ থাকছে ভেসেল পরিষেবা। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশীর ভাগ সময় ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকায় প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা জেটিঘাটে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পুণ্যার্থী থেকে সাগরদ্বীপের মানুষ দের। নিরুপায় হয়ে লট নং আট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার

নদীর বাঁধ ও পলি-কাদা মাড়িয়ে মাঝ নদীতে গিয়ে ট্রলার কিংবা ইঞ্জিন চালিত বোট ধরে পারাপার করতে হচ্ছে। ইঞ্জিন চালিত বোটে পারাপার বিপদ জেনেও মানুষ সময় বাঁচাতে বেঝে নিচ্ছে ঝুঁকির পারাপার। বছরের ১১ মাস এই ছবি ধরা পড়বে কাকদ্বীপের লট নং ৮ থেকে সাগরের কচুবেড়িয়ার মধ্যে। সাগরমেলার জন্য প্রতিবছর নদীতে সাময়িক ড্রেজিং করা হয়। মাস খানেক স্বাভাবিক থাকে ভেসেলপরিষেবা,পরে একই দুর্ভোগ চলতে থাকে। চলতি বছরে সাগরমেলার জন্য ড্রেজিংয়ের সরঞ্জাম এসে গেলেও কাজ শুরু হয়নি এখনও। এই দুর্ভোগ কমাতে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর কংক্রিটের সেতু। কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের পর অবশেষে সেতু তৈরীর ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে সেতুর জন্য জমি চিহ্নিতকরণ ও সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি কবে বাস্তবে রুপ নেবে সেই সেতু সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাগর দ্বীপের বাসিন্দারা। সাগরের এক নিত্যযাত্রী জানান, মুড়িগঙ্গা নদীতে চড় পড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এমন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিপদ যেন ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হয় আমাদের। প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার কাদা ঘেঁটে আমাদের ইঞ্জিন চালিত বোটে উঠতে হয় ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার করতে হয়। প্রতিদিনই মুড়িগঙ্গা নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না থাকার কারণে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকে ভেসেল পরিষেবা। এর ফলে সঠিক সময় আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারিনা। সব থেকে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে বয়স্ক থেকে শুরু করে রোগীরা। কাদার মধ্যে তাদেরকে চলাচল করতে সমস্যা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ তৈরি অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু কবে এই সমস্যা মিটবে তা আমরা জানিনা। রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাতে মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি সরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। ড্রেজিং এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রেজিং এর কাজ চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই আমরা করতে পারি না পলি জমছে বলে ড্রেজিং এর কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে খুব দ্রুতই ব্রিজ তৈরি হবে মানুষ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।আর সেই আশায় সাগরের মানুষ।

বুধবার কিংবদন্তি ফ্লাইং শিখ মিলখার জন্মদিন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ মিলখা সিং, ফ্লাইং শিখ। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে তিনি এই নামেই পরিচিত। কিন্তু এমন নামকরণের পেছনে প্রধান কারণটা অনেকেরই অজানা। মিলখা সিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবিভক্ত ভারতের মোজাফফরপুর জেলার গোবিন্দপুরম গ্রামে, ২০ নভেম্বর। দেশভাগের সময় তিনি চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মরতে দেখেছিলেন বাবা-মাকে। তারপর নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভয়ে ট্রেনের আসনের নিচে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানের মুলতান থেকে। তারপর থেকেই পাকিস্তান নামটা শুনলেই তার মনে ভীতির সঞ্চার হতো।

তাই ট্রাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টেও যাওয়ার কথা হলেই তিনি এড়িয়ে যেতেন। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকের পদক হাতছাড়া হওয়ার পরেও জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি মিলখা সিং-এর। এমনই এক সময়ে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান থেকে একটি ট্রাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টের আমন্ত্রণ এলো ভারত সরকারের কাছে। মিলখাকে ছাড়া দল পাঠানোর মানে হয় না। আর শৈশবের সেই সব দুর্বিষহ স্মৃতির কথা মনে করে মিলখাও যেতে চান নি পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর হস্তক্ষেপে মিলখা সিং পাকিস্তানে গিয়েছিলেন সেই সময় পাকিস্তানের বিখ্যাত স্পিন্টার ছিলেন আব্দুল খালেক খালেক বনাম মিলখার দৌড়ের লড়াই দেখতে স্টেডিয়াম উপচে পড়েছিল। মিলখার নিজের স্মৃতিচারণায়, লাহোর স্টেডিয়ামের আশি হাজার দর্শক সেদিন হয়েছিল। তার মধ্যে অন্তত কুড়ি হাজার মহিলা। সবাই মিলখার দৌড় দেখতে চান।

খালেকের সঙ্গে ডুয়েলে নিজের প্রিয় ইভেন্ট ৪০০ মিটারে অনায়াসে জিতলেন মিলখা। কিন্তু ১০০ মিটারে সুবিধে করতে পারলেন না। হেরে বসলেন খালেকের কাছে। শেষ ইভেন্ট ২০০ মিটার ফাইনাল। আবারও মুখোমুখি মিলখা ও খালেক। প্রথম ১০০ মিটার খালেক এগিয়েছিলেন। শেষ ল্যাপে এসে বাজি মেরে দিলেন মিলখা। লাহোর স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান। মিলখার প্রশংসা করে বলেন, মিলখা পাকিস্তানের এসে দৌড়ায়নি। পাকিস্তানে উড়ে বেড়িয়েছেন। পাক প্রেসিডেন্টের মুখের কথায় থেকেই সেই থেকে মিলখা সিং হলেন ফ্লাইং শিখ।

এন্টালিতে পরিত্যক্ত কারখানার একাংশ ভেঙে বিপত্তি

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ এন্টালি থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে পরিত্যক্ত অ্যাসিড কারখানার একাংশ ভেঙে চাপা পড়েন দুজন। দুজনই নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন বলে স্থানীয়দের দাবি।
চাপা পড়া দুই ব্যক্তির নাম সাইদুল রহমান (৪২) ও মুজিবুর রহমান (৩৮)। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে হাজির হন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সবিতা রানি দাস।
রাত ১১টা নাগাদ আচমকাই বিপত্তি ঘটে। এন্টালি থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত একটি অ্যাসিড কারখানার ভিতর জরাজীর্ণ মেজেনাইন ফ্লোর আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলে থাকা দুই নিরাপত্তারক্ষী চাপা পড়ে যান। বিকট আওয়াজ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে।
থানা কাছে হওয়ায় দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশের তরফে অ্যাম্বুল্যান্স আনা হয়। কলকাতা কর্পোরেশন তরফে ডেমোলিশন স্কোয়াড লোকজন এসে ভেঙে পড়া অংশ সরিয়ে চাপা পড়ে চাওয়া দুজনকে উদ্ধার করে। রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। একটি সূত্রের খবর, চিকিৎসক তাঁদের মৃত বল ঘোষণা করেন। যদিও সোমবার দুপুর পর্যন্ত পুলিশ সরকারিভাবে মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেনি।

ফের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে গোসাবায়, বিধায়ককে দুর্নীতিবাজ বললেন ব্লক কার্যকারী সভাপতি

গোসাবা ১৮ নভেম্বর ঃ গত কয়েকদিন আগেই গোসাবা বিডিও অফিসের সামনে রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাকে কাছে পেয়ে বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন এলাকার মানুষজন। এবার ফের বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন গোসাবা ব্লক তৃণমূলের কার্যকারী সভাপতি সুবিদ আলি ঢালি। তিনি বিধায়ককে দুর্নীতিবাজ বলেন, তোলাবাজ বলেন। আবাস যোজনার ঘরের টাকা থেকে বিধায়ক কাটমানি খেয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন। রবিবার গোসাবার চণ্ডীপুরে অঞ্চল তৃণমূলের একটি বৈঠকে দলের কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ব্লকের কার্যকারী সভাপতি। বিধায়কের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তোলেন তিনি। এলাকায় সংগঠনের কোনও কাজ না করে বিজেপির লোকজনকে নিয়ে তিনি তৃণমূলের ক্ষতির চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন সুবিদ আলি ঢালি। সেই মিটিং এর ছবি সোমবার থেকেই সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যদিও এ বিষয়ে বিধায়কের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

২৬ নির্বাচনে বিরোধীরা কেমন ফল করবে, এখন থেকেই বলে দিলেন কল্যাণ

বনস্পতি দে, হুগলি,১৮ নভেম্বরঃ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বছর দেড়েক বাকি। কিন্তু, ছাব্বিশের নির্বাচনে বিরোধীরা কেমন ফল করবে, তা এখন থেকেই বলে দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডানকুনিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর কোনও বিরোধী দলনেতা থাকবে না। কোনও বিরোধী দল ৩০টি আসন পাবে না বলে চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি। ডানকুনি পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পাম্প হাউস-সহ একাধিক ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে সিপিএম, বিজেপিকে তিনি নিশানা

করেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচন ও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম কোনও আসন পায়নি। তা নিয়ে খোঁচা দিয়ে কল্যাণ বলেন, ''সিপিএম মরা দলে পরিণত হয়েছে। ডাক্তারদের নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। গত ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে। ওই ৬টি আসনে ফলাফল কী হবে জানতে চাওয়ায় কল্যাণ বলেন, ''বিজেপি, সিপিএম বলে কিছু নেই। ছটি আসনে উপনির্বাচনের ফল বেরোলে দেখবেন বিজেপি, সিপিএম নেই। আর ছাব্বিশ সালে পশ্চিমবঙ্গে কোনও বিরোধী দলনেতা হবে না। প্রসঙ্গত, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পেতে মোট আসনের ১০ শতাংশ পেতে হয়। বাংলায় মোট আসন ২৯৪। কোনও বিরোধী দল ৩০টি পেলেই তবে সেই দলের বিধানসভার দলনেতা বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। কল্যাণ বলেন, লিখে রাখুন, ৩০টা আসন কোনও বিরোধী দল পাবে না।

পথের পাঁচালি'র দুর্গা উমা দাশগুপ্তর প্রয়াণ

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী 'পথের পাঁচালী'র 'দুর্গা' উমা দাশগুপ্তের জীবনাবসান। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় অপু-দুর্গার জীবনের এক টুকরো কাহিনি, আজও বাঙালির হৃদয়জুড়ে। পাদপ্রদীপের অন্তরালে থাকা সেই অভিনেত্রী সোমবার চলে গেলেন পরপারে। এদিন সকালে বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উমাদেবী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী রচনা পথের পাঁচালীকে পর্দায় নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎবাবু। সেই সিনেমার ছোট্ট দুর্গা এবং তাঁর অভিনয় এতগুলো বছর পরে গিয়েও দর্শকদের মনে জীবন্ত। বিশেষ করে দুর্গা ওরফে উমা দাশগুপ্তর সেই প্রাণোচ্ছল হাসি। উমাদেবী যে আবাসনে থাকতেন সেই একই আবাসনে থাকেন অভিনেতা-বিধায়ক চিরঞ্জিৎ। অভিনেত্রীর প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করে শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন অভিনেত্রী। একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন উমা দাশগুপ্ত। সোমবার সকালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীকে অভিনেত্রীর কন্যা দুঃসংবাদটি দেন বলেও জানিয়েছেন অভিনেতা। শৈশব থেকেই থিয়েটার করতেন উমা দাশগুপ্ত। যে স্কুলে পড়তেন, সেখানকার প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় ছিল।

আর সেই শিক্ষকের সুবাদেই মাণিকবাবু আবিষ্কার করেছিলেন 'পথের পাঁচালি'র দুর্গা উমা দাশগুপ্তকে। যদিও তাঁর বাবা চাননি মেয়ে সিনেদুনিয়ায় আসুক। তবে শেষমেশ উমার পরিবারকে রাজি করিয়ে নেন পরিচালক। সিনেপর্দায় দুর্গার মৃত্যু শুধু অপুর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, দুর্গার মৃত্যু কাঁদিয়েছিল আপামর দর্শককূলকেও।

বছর দুই আগে, অনীক দত্তর 'অপরাজিত' দেখে উমা দাশগুপ্তর (উমা সেন) মেয়ে শ্রীময়ী অভিযোগ তুলেছিলেন, ছবিতে তাঁর মায়ের চরিত্রকে ভুলভাবে দেখানো হয়েছে। সেই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বেশ শোরগোলও হয়েছিল।

সমমনস্ক জাতীয়তাবাদী লেখক-সাংবাদিকদের সম্মেলন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ ''হিন্দু বাঙালী বাঁচলে বাংলা বাঁচবে। বাংলা বাঁচলে ভারত বাঁচবে। সামাজিক মাধ্যমে এই শ্লোগান তুলেই তৈরি হল 'রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিক লেখক সঙ্ঘ'। মূল উদ্দেশ্য সমমনস্ক জাতীয়তাবাদী লেখক-সাংবাদিকদের এক ছাতার তলায় রাখা। রবিবার মানিকতলায় ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশনে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কল্যাণ ভবনে আমন্ত্রিতদের নিয়ে এই সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রচার বিভাগ। মঞ্চে ছিলেন আরএসএস-এর পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী, পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায় চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে, বরিষ্ঠ দুই সাংবাদিক রথীন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায় এবং বিজয় আঢ্য। তাঁরা সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সমাবেশে আমন্ত্রিতদের কেউ কেউ বলেন, আমরা যাঁরা সমবেত হয়েছি, তাঁরা

সবাই আন্তরিকভাবে জাতীয়তাবাদী। সবার আগে আমাদের এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত হওয়া দরকার।

শিরদাঁড়া সোজা রেখে খবর সংগ্রহ ও লেখালেখি করতে গিয়ে এরাজ্যে অনেককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বেশ কিছু ইউটিউবারকে থানা-পুলিশের ঝামেলায় জড়ানো হয়েছে। এর সুসংহত প্রতিবাদ প্রয়োজন। ভিন রাজ্যে সাংবাদিকের হেনস্তা হলে এ রাজ্যের শাসকদল তা নিয়ে হইচইয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেরকম হলে রাজ্য সরকার ও শাসক দল নির্লিপ্ত থাকে। তবে সমাবেশে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রত্যক্ষ সওয়াল করা হয়নি। মূল সুর ছিল জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম। প্রায় ৫০ জন লেখক-সাংবাদিক ও আরএসএস-এর সংগঠক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ আগস্ট মাসে নবান্ন অভিযানে পুলিসকে চুড়ি পরার নিদান দিয়ে এবং গেরুয়া বসন পরে হাওড়া ব্রিজের উপর জলকামানের সামনেও তেরঙা হাতে অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বলরাম বোস। তিনিই রবিবার 'রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিক লেখক সঙ্ঘ' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরিতে মূল ভূমিকা নেন।

পরে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারপ্রমুখ বিপ্লব রায় বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের ভাল ব্যবস্থাকে মজবুত করা। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সঙ্ঘ এটা তৈরি করেনি। সঙ্ঘমনস্ক লেখক-সাংবাদিকদের মানসিক জোট আগেই ছিল।

আমরা ভাবনার আদানপ্রদানের জন্য মাঝেমধ্যে সমবেত হই। ভারতে প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছতা অভিযানে যে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, বিবিসি তা প্রচার করেছে। কিন্তু দেশীয় প্রচারমাধ্যম উদাসীন। অনেকে আবার ব্যঙ্গও করেছেন এই অভিযান নিয়ে। এই মূল্যায়ণের জন্য তো তর্কে গিয়ে লাভ নেই। এর জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক ভাবনা। রাজনীতি নয়, আমাদের কাছে মুখ্য একটা সুস্থ চেতনা।

পশ্চিমবঙ্গে কি করে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় সকলের ভাবতে হবেঃ সৌগত রায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৮ নভেম্বরঃ নব বারাকপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের আইন-শৃংখলার বিষয়ে পুলিশকে আক্রমণ করলেন শাসকদলের দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌগত রায়।কলকাতার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর দুস্কৃতীদের যে হামলার অভিযোগ। সেই অভিযোগে এর আগে ফিরহাদ হাকিম পুলিশকে আক্রমণ করেছিলেন। আর ফিরহাদের পরে এবার পুলিশকে আক্রমণ করলেন সাংসদ।

শুধু তাই নয় ফ্লাটকালচার ঘিরে যে উন্নয়ন শহরে হচ্ছে সেটা আদেও কোন উন্নয়ন কি না তা সাংসদের জানা নেই,তিনি এইদিন বলেন পুরোনো বাড়ি গুলির বদলে এখন মাল্টিস্টোরিং বিল্ডিং হচ্ছে এটা উন্নয়ন কি না জানি না।এই উন্নয়নের ইট কাঠ পাথর আমার ভালো লাগেনা। আমার পুরনো দিনের দোতলা বাড়িগুলিই ভালো লাগতো। এখন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে লোকসংখ্যা বাড়ে তাদের জায়গা দিতেই ফ্লাট তৈরি হচ্ছে। কলকাতায় ফ্লাট তৈরি হয়, তা নিয়ে নানা সময় গুলি চালনারও ঘটনা ঘটেছে। এই সংস্কৃতির বিপরীতে হেটেও উন্নয়ন সম্ভব বলেও সম্ভাবনা প্রকাশ করেন রাজ্যের এই প্রবীণ সাংসদ। এদিন নববারাকপুর পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় শিবাজী সংঘ মোড়ের একটি বিজয়া সম্মিলনী ও ওয়ার্ডের কৃতী পড়ুয়ার পাশাপাশি রত্নগর্ভা মায়েদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। ছিলেন পুর প্রধান প্রবীর সাহা, উপ পুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি পূজা গুপ্তা, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিরা। আর তারপরই সাংসদ এদিন নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বর্তমান চলা পরিস্থিতির সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করেন দমদমের সাংসদ। বলেন পুলিশ পুজোর সময় ভালো কাজ করেছে।

পুলিশ কে তো মানুষ মাইনে দেয়। কলকাতা শহরে বিহার থেকে নাইএমএম পিস্তল আসছে। বর্ডার এরিয়াতে দেখার কোন লোকজন নেই। পুলিশ কি করছে। পুলিশ কাউকে ধরতে পারছে না। এটা ভাবতে হবে আমাদের বলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। সেখানে যেমন ফ্ল্যাট কালচারের বিরুদ্ধে তিনি নিজের অভিমত দিয়েছেন পাশাপাশি আর জি কর কাণ্ড নিয়ে ঘটা ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধী দল যে ফায়দা তোলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন সে বিষয়টি তুলে ধরেও পুলিশের ভূমিকা পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়েও নানা কথা বলতে শোনা যায় তাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন তাতেই গ্রেফতার

হয়েছিল সঞ্জয় রায় নামে মূল অভিযুক্ত। তারপর থেকে সিবিআই ও সুপ্রিম কোর্টে মামলার চলা কালীন আর নির্দিষ্টভাবে কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি অভিযুক্ত হিসেবে। ফলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য যারা সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে সফল হননি বলেও জানান সে ক্ষেত্রে কেন মহিলাদের উপর এহেনও অত্যাচার নেমে আসছে তার গোড়ায় গিয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য সচেতন করেন সৌগত বাবু।

এরই পাশাপাশি, ভিন রাজ্যের নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের কর্মসংস্থান সহ আধুনিকীকরণের বিষয়টি টেনে এনে রাজ্যের পৌরসভা ও অস্থায়ী কর্মীদের সামান্য বেতনের কয়েক মাসের কাজে উষ্মা প্রকাশ করেও তিনি বলেন কিভাবে তাদের সংসার চলে জানা নেই। এটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গে কি করে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় আমাদের সবারই ভাবতে হবে।

ফলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের যে ঘাটতি রয়েছে তা যেন প্রকারান্তে মেনে নিতেই শোনা গেল দমদমের সাংসদ কে।যে কোন মূল্যে চাকরি বাকরি সুবিধা করা দরকার বলেন। সবচেয়ে ভালো ছেলে মেয়েরা সবাই বিদেশে চলে যাচ্ছে। তারা দেশে থাকবে না। কষ্ট করবে না। আমেরিকা গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে একটু ভালো থাকবে চাইছে। এলাকার পুরসভা হাসপাতালে উন্নয়নে সাংসদ তহবিলের অর্থে অনুদানের কথা ও বলতে ভোলেননি সাংসদ। এদিন ওই অনুষ্ঠানে এলাকার কৃতি ছাত্রীদের মায়েদের ও বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

নেতাজির দৃষ্টিতে নজরুল

সম্পাদকীয়

নেতাজি এবং নজরুলের আন্তরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি এবং নেতাজি গবেষক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, নজরুল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী থাকলেও তিনি ছিলেন একেবারে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদ কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী। এখানে নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু মুজফরের চিন্তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নজরুলের প্রতিটি গান এবং কবিতার স্বদেশিয়ানা ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুজফফর আহমেদ রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল সামাব্যদে বিশ্বাসী থাকলেও তাঁর কবিতা কমিউনিস্ট চিন্তাকে অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের দর্শন বেশি করে প্রকটিত হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নজরুলের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নজরুলের ‘চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’ সেনাদের মার্চিং সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া ‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’ গানটিও আদাজ হিন্দ ফৌজের অন্যতম ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নজরুলর আরও বেশ কয়েকটি গান আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জেলে থাকার সময়ে তিনি স্বদেশি কয়েদিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাণ্ডারি হুঁশিয়ার গানটি গাইতেন। বর্মার মন্দালয়ে জেলে থাকার সময়ে সেখ ানে জেলের বন্দিদের নিয়ে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেই দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে স্বদেশি গানের আসর বসত কারাগারের মধ্যে। সেখানেও নজরুলের স্বদেশি গান গাওয়া হতো। নজরুলের সাহস নেতাজিকে মুগ্ধ করেছিল। নেতাজির প্রতি এম এন রায়ের আকর্ষন ছিল। মুজফফর আহমেদ বেশ কয়েকবার নেতাজির সঙ্গে দেখা করেছেন এম এন রায়ের চিঠি নিয়ে। নেতাজিকে রাশিয়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এম এন রায়। কিন্তু নেতাজি মুজফফর আহমেদকে বলেছিলেন এমন এন রায় স্বয়ং তাকে এ ব্যাপারে চিঠি কেন দিচ্ছেন না। রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন আর ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নয়। দুই আন্দোলনের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। রাশিয়াকে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। সেখানকার রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রজার শাসনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে বিদেশি শাসক। তাদেরকে পরাস্ত করতে গেলে এক মাত্র অস্ত্র শক্তি ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।

ইরানী তরুণীরা হিজাব পরতে নারাজ

পশ্চিমী দেশগুলি বলতে শুরু করে দিয়েছে ইরান সরকার হিজাব বিরোধী আন্দোলন দমন করতে রাতের অন্ধকারে বহু মহিলাদের ঘর থেকে বের করে গুপ্তভাবে হত্যা করেছিল। সেই সব খবর প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হতে পারেনি। অমানবিকভাবে দমন করতে শুরু করে দিয়েছিল ইরান সরকার যা মানবাধিকার নীতিকে লঙ্ঘিত করে। ইরানকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বের করে দেওয়ার মতো আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলি বলতে শুরু করে দিয়েছে হিসাব খতিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তিনশোর বেশি মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে গুলি করে বহু মহিলাকে মারা হয়েছিল। যারা হিজাব বিরোধী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদের বেছে বেছে এবং খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়েছে। সেই সব সাহসী মহিলাদের আর কোনও হদিশ পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বহু পরিবার তাদের মেয়েদের আর খুঁজে বের করতে পারছে না। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বহু পড়ুয়াদের কোনও হদিশ নেই বলে পশ্চিমী দেশগুলি জানতে পেরেছে। পাশাপাশি শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। হিজাব নিয়ে একটি ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল বহু দিন ধরেই ইরানে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা হিজাব পরাটাকে পরাধীন জীবন বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। হিজাব পরাটা কোনও ধর্মীয় অনুশাসন নয় বলে তারা দাবি করতে শুরু করে। তার ফলে সরকারের সঙ্গে ক্রমশ সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইরানে নয়া তরুণ তরুণী সমাজ হিজাব পরাটাকে বাধ্যতামূলক বলে গ্রহণ করে নিতে একেবারে নারাজ ছিল। তার ওপরে হঠাৎ করে মাহিশা আমিনির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুই হিজাব বিরোধী আন্দোলনকে একেবারে আগুনে পরিণত করে ফেলল। গোটা ইরান এই হিজাব বিরোধী আন্দোলনের আগুনে জ্বলতে শুরু করলো। ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের ফলে নীতি পুলিশ ক্রমশ ইরানে তাদের স্থান পাকা করতে শুরু করে। তাদের কাজই ছিল মহিলাদের পোশাকের ওপরে নজর রাখা। ১৯৮৩ সালে হিজাব পরা বাধ্যমূলক করা হয়। মাথা ঠিক মতো চাপা না দিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় বের হলে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হতো। তারপরে আবার হিজাব ঠিক মতো করে না পরলে কঠোর শাস্তি দেওয়া ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আহমেদিনেজাদের আমলে নীতি পুলিশের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে নরমপন্থী প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি মেয়েদের পোশাক কিছুটা শিথিল করলেও নীতি পুলিশের অধিকার আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে রাইসির আমলে। তবে তাদের দেশে স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষিত হয় বলে স্বীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট রাইসি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

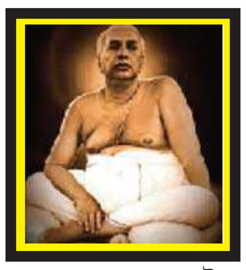

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়েপারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে।

বিদেশী অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন বাঘা যতীন

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঘা যতীন বহু চেষ্টা করেছিলেন বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র নিয়ে এসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু বারবার বিদেশি অস্ত্র নিয়ে আসার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে থাকলে মাস্টারদা সূর্য সেন তখ ন বিদেশিদের অস্ত্রের ওপরে নির্ভর না করে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ করার পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করলেন। তিনি একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরি করলেন। সেই গোষ্ঠী চট্টগ্রাম গোষ্ঠী হিসাবে নাম করতে শুরু করলো। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তিনিপেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। সেই কারণে তিনি সবার কাছে মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯১৮ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন সেই গোষ্ঠী নাম হয়েছিল সেন চট্টগ্রাম গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বলসহ আরও অনেকে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অভিযান শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাদেব. সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১২ জন বিপ্লবী নিহত হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন সহ আরও অনেকে। কিন্তু ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। বিচারে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৮৯৪ সালে ২২ মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়ায় এক বৈদ্য পরিবারের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সূর্য সেন। পিতার নাম ছিল রমনীরঞ্জন সেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯১৬ সালে সূর্য সেন যখন পানভেলের বেরহামপুর কলেজের বিএ’র ছাত্র ছিলেন তখন তিনি সেই কলেজের শিক্ষক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে জাতীয়তাবাদ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বাংলার স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকবহাল ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি চট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি স্থানীয় ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। সেই সময় থেকে তাঁকে সবাই মাস্টারদা বলে বলতে শুরু করে। বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করতে গেলে টাকার প্রয়োজন। টাকা অভাবে বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে। সেই সময়ে সূর্য সেন তাঁর বেশ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোষাগার লুট করলেন। ইংরেজ সরকার টাকা লুঠ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিল। তারা জানতে পেরেছিল যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের একটি অংশ এই কাজ করেছে। পরে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী অম্বিকা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভ করেই আবার বিপ্লবী আন্দোলন করার দিয়ে ঝুঁকতে শুরু করেন।

এবারে তিনি ভিন্ন পথ ধরে বিপ্লবী আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুঠ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে অভিযান করেছিলেন।

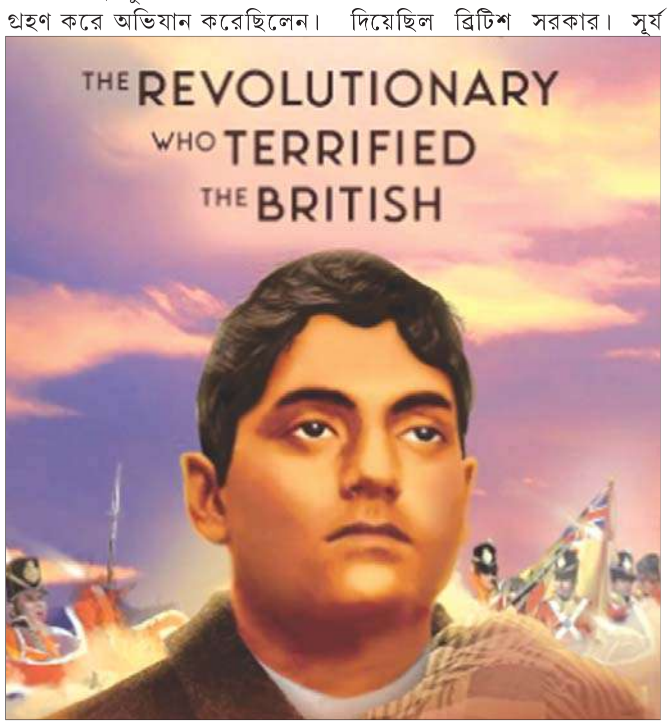

তিনি জানতেন যে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় অত্র হচ্ছে রেল এবং টেলিগ্রাম। টেলগ্রামের পোস্টগুলি যদি উপড়ে ফেলা হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার একেবারে পঙ্গু। বারত শাসন তারা করতে পারবে না। রেল পথ বন্ধ করে দিতে পারলে সহজে অক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত সেনা বাহিনী পাঠাতে অক্ষম হবে। সেই দিকে লক্ষ রেখে বিপ্লবীরা আঘেই রেলপথকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলি একেবারে ধ্বংস করে দেয়। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চট্টগ্রামের আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। রেল পথ ধরে ব্রিটিশ সেনা বাহিনী পাঠাতে পারছিল না। ফলে বেশ কয়েকদিন চট্টগ্রাম একেবারে ব্রিটিশ শাসন থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের সঙ্গে ব্রিটিশ যোগাযোগ একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। পরে ইংরেজ সরকার বিকল্প পথ তৈরি করে চট্টগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার ফলে জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বারো জন বিপ্লবী মারা গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে। সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারন করে গা ঢাকা দিতে থাকেন। তিনি নেত্র সেনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। সেই সময়ে নেত্র সেন পুলিশকে তাঁর লুকিয়ে থাকার কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৩৩ সালে পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে নেত্র সেনকে হত্যা করেছিল বিপ্লবী দলের সদ্যস। ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে তারকেশ্বর দস্তিদার নামে একজন বিপ্লবীকে ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সূর্য সেনের ওপরে পুলিশ অমানসিক অত্যাচার করেছিল। পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বিপ্লবী সূর্য সেনের ডান হাত ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর নাম হচ্ছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বাংলার প্রথম নারী শহিদ হিসাবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল মোহনবাগান ক্লাবের আইএফএ শিল্ড জয়ের সালে। ১৯১১ সালে ৫ মে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রীতিলতার সহপাঠী ছিলেন বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। দুইজনই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে প্রীতিলতা ধলঘাটে গিয়ে সুরজ সেন এবং নির্মল সেনের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু বিনোদ বিহারী চৌধুরী মহিলাদের বিপ্লবী সমিতি নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে মহিলারা যদি নিজের থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তাদের বিপ্লবী দলে যোদ দিতে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। চট্টগ্রামের ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সুরজ সেন এবং তার বিপ্লবী দলের সদস্যরা। ভুল করে তার চাঁদপুরের এসপি এবং তারিনী মুখ র্জিকে হত্যা করে ফেলে। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে ধরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ন ক্লাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। ১৯৩২ সালে ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাঞ্জাবি পোশাক পরে তিনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন। তবে সেখানে সাহেবদের গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তারপরে তিনি সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেন। ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা দেবেন না বলে তখন তিনি নিজের কাছে রাখা পটাশিয়াম সানায়াইড মুখে পুড়ে ফেলেন।

বাংলাদেশি লেখিকা সেলিনা হোসেন প্রীতিলতাকে প্রতিটি নারীর আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যে ধরনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে বাংলাকে সংযত না করতে পারলে ভারতে শাসন করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তারা বাংলার বিপ্লববাদ যাতে বেশি করে মাথা চাড়া দিতে না পারে তার দিকে গোপন দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিকে এড়িয়ে রাসবিহারী বোসের ভারত থেকে পালিয়ে যাওযাটাকে ব্রিটিশ সরকার ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তখন ব্রিটিশ সরকার রাস বিহারী বোসের অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে রাস বিহারী বোস বিদেশে পালিয়ে গেলেন তা নিয়ে গোপন অনুসন্ধান করতে শুরু করে। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হওয়ার পর ইংরেজ সরকার খুবই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। তারা বাংলার মানুষদের আর বেশি বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইতিমধ্যে বারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের প্রবেশ ঘটে গিয়েছে। তারপরে বাংলার বিপ্লববাদ অন্য পথ ধরতে শুরু করে। দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শাসকদের আক্রমণ না করে বাইরের দেশের সহয়োগিতা নিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার পরিকল্পনা গড়ে উঠতে থাকে। এই আক্রমণের ছক কষে ছিলেন রাস বিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস।

রাজীবলোচন রায়চৌধুরীর তৈরি মন্দির হল আজকের মূল কালীঘাটের কালীমন্দির

সম্বুদ্ধ দত্ত

কলকাতা কথাটা শুনলেই কোথায় যেন অবচেতন মনে মা কালী এবং কালীঘাট কথাটা মনে আসে। কল্কাতার সঙ্গে মা কালীর নাম একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কল্কাতা নামের ইতিহাস আলোচনায় অনিবার্য ভাবে বার বার উঠে এসেছে কালী মায়ের মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট কালীঘাট থেকে কল্কাতা নামের উৎপত্তি। ব্যাপারটা এমন যেন, কালী ছাড়া কলকাতা সে আবার কেমন কথা। সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে কালী মানেই - কলকাত্তাওয়ালী। আর কলকাতার কালী মানেই কালীঘাট। বাঙালির সঙ্গে মা কালীর সম্পর্ক ঠিক যেন মা ও সন্তানের মতো। মা ছাড়া সন্তান যেমন অস্তিত্বহীন ঠিক তেমনই মা কালী ছাড়া বাঙালিও অস্তিত্বহীন। তাই বাঙালি কথায় কথায় ‘ মা কালীর দিব্যি’ দিয়ে কথা বলে নিজের কথার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষের যে প্রান্তে বাঙালি বসতি গড়েছে তার সঙ্গে গড়ে তুলেছে একটা কালী মন্দির। মা কালীর সঙ্গে বাঙালির জীবন অর্থাৎ কালী আর বাঙালি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় আমাটির (বরানগর) মহাপন্ডিত সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের শিশু গঙ্গোপাধ্যায়কে সেনরাজারা ভাগীরথীর পূর্বতীরে আর্য দ্বীপ (বর্তমান দক্ষিনেশ্বর) থেকে দক্ষিনে বেহুলাপুরী (বর্তমান বেহালা) পর্যন্ত অঞ্চল দান করেন। যা কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত। কালীক্ষেত্র এবং কালীঘাটের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ‘চণ্ডিমঙ্গল কাব্যের’ বণিক খন্ডে কালীঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালীঘাট কে পুন্যস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। সেসময়ে আদিগঙ্গার পথ ধরে বণিকরা যাতায়াতের সময় এখানে মা কালীকে পুজো দিয়ে তবেই বানিজ্যে যেতেন। গুপ্তযুগেও কালীঘাটের পুণ্যভূমি নামে খ্যাতি ছিল। এমনকি বহু প্রাচীন ‘ভবিষ্যপুরাণে’ গোবিন্দপুরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে কালীকাদেবী মা কালীর কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া ‘ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতেও’ কালীঘাটের কথা জানতে পারা রায়। আরও পিছনে ফিরে গেলে দেখা যায় টলেমির তাঁর ভারতের গঙ্গার তীরবর্তী ভৌগলিক বর্ণনায় ‘কালীগ্রামের’ কথা লিখে গেছেন। সুতরাং কালীক্ষেত্র কালীঘাটের পরিচিতি ও মাহাত্ম্য যে বহু পুরোনো এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কালীঘাট ও দেবী কালিকা সম্মন্ধে অনুসন্ধান করে ‘গ্রন্থ থেকে প্রথমেই দুই যোগীর নাম জানা যায়। এই দুজনের একজন যোগী ব্রহ্মানন্দ গিরি, অন্য জন যোগী আত্মারাম। জনশ্রুতি এই দুই যোগী পুরুষের তপস্যার মধ্যে দিয়েই কালীঘাটের মা কালীর আত্মপ্রকাশ। কথিত আছে, ব্রহ্মানংদ গিরি মায়ের দর্শনের কামনায় নীলগিরি পর্বতের নির্জনে একটা বড় পাথরের উপর বসে কঠিন তপস্যা করেন। কিন্তু কিছুতেই মায়ের দর্শন পেলেন না। শেষ পর্যন্ত এক সময় তিনি হতাশ হয়ে জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। ব্রহ্মানন্দের এমন উদ্যোগ থেকে বিরত রাখতে মা কালী তাঁর সামনে প্রকট হলেন। কিন্তু দেবী মায়ের ভয়াল রূপ দেখে ব্রহ্মানন্দ ভীষন ভয় পেয়ে গেলেন। দেবী মা ব্রহ্মানন্দের মনের অবস্থা বুঝে তাঁর সামনে আবার শান্ত সম্মোহিত রূপে আবির্ভূতা হলেন। এবার মা সেই শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মানন্দকে বর চাইতে বললেন। মায়ের এমন রূপে বিমোহিত ব্রহ্মানন্দ শুধু মায়ের চরন দুখানি দর্শন করতে চাইলেন। মা ব্রহ্মানন্দের মনোবাঞ্ছা পুরন করেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অপর দিকে আত্মারাম নামে অন্য এক তপস্বী আদিগঙ্গার পাশে পঞ্চবটীর একটা গাছের ডালে ঝুলে তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন এবং ওই গাছের নিচে আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন। এমন ভাবে তপস্যা করতে করতে তিনি এক সময় জীর্ণ এবং শীর্ণ হয়ে পড়লেন। তবুও মায়ের দর্শন পেলেন না। অবশেষে একদিন আত্মারামের প্রতীক্ষার অবসান হল। মা আত্মারামের সাধনায় তুষ্ট হয়ে একদিন তাঁকে শুধু দর্শনই দিলেন না সঙ্গে এক নির্দেশও দিলেন। বললেন, আত্মারাম তুই এই মুহূর্তে নীলগিরি পর্বতে চলে যা। সেখানে একটা শিলা খন্ডে আমি অবস্থান করছি। সাধক ব্রহ্মানন্দ আমাকে সাধনায় তুষ্ট করে সেখানে রেখে দিয়েছে। তুই ওই শিলাখণ্ড এখানে এনে তাতে আমার প্রতিকৃতি জাগ্রত করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে তোল। এমন আদেশ পেয়েই আত্মারাম ছুটলেন নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মানন্দের কাছে। ব্রহ্মানন্দ আত্মারামের মুখে মায়ের নির্দেশ শুনেই তাঁর সঙ্গে নদী পথে ওই শিলাখণ্ড নিয়ে চলে এলেন কালীক্ষেত্র কালীঘাটে। ধ্যান যোগে দেখতে পেলেন মায়ের ত্রিনয়নী রূপ। সেই রূপই ফুটিয়ে তোলা হল বারো হাত লম্বা এবং দু’হাত চওড়া কালো শিলাখণ্ডের উপর। তৈরি হল কালীঘাটের মা কালীর অবয়ব। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ভৈরব নকুলেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হন। একদিন ব্রহ্মানন্দ গিরির নজরে পড়ল এক বিস্ময়কর দৃশ্য। তিনি দেখলেন বনের মধ্যে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁট থেকে আঝোরে দুধ ঝরে পড়ছে। হতবাক ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়ে দেখলেন, ওই দুধের ধারার নিচে রয়েছে একটা কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। সাধক ব্রহ্মানন্দ ভৈরব নকুলেশ্বরকে চিনতে ভুল করলেন না। এই শিবলিঙ্গটিকে বনের ডালপালা দিয়ে ঘিরে মন্দির তৈরি করলেন। শুরু হল ভৈরব নকুলেশ্বরের পূজা অর্চনা। ঠিক এমন এক কাহিনী রয়েছে এখানে সতীর দেহাংশ মেলার। একদিন রাতে ব্রহ্মানন্দ এবং আত্মারাম এক অতি আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হলেন। দেখলেন আদিগঙ্গার জলধারায় সৃষ্ট এক জলাশয় থেকে একটা অদ্ভুত আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সকাল হতেই তাঁরা সেখান গিয়ে দেখলেন মায়ের পাথরের ডান পায়ের চারটে আঙ্গুল পড়ে রয়েছে এরপর থেকেই এই অঞ্চল সতীপীঠ হিসাবে এভাবেই প্রকাশ পেল। এই কালীঘাট হল সতীর একান্ন পীঠের মধ্যে একচল্লিশতম পীঠ। এই কালীঘাটের কালী ছিল সাবর্ণ রায়চৌধূরী পরিবারের আধ্যাত্মিক দেবী। কল্কাতার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে কালীঘাটকে বাদ রেখে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কল্কাতার গোড়ার কথা বললে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কথা অনিবার্যভাবে চলে আসবে। ঠিক একই ভাবে কালীঘাট মন্দিরের সঙ্গে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কল্কাতার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্য সন্তোষ রায়চৌধুরী একদিন নৌকা করে আদিগঙ্গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বর্তমান কালীঘাটের বিস্তৃন্ন অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গল পূর্ণ। সেসময় এই এলাকা ছিল সুন্দরবনের অংশ। স্যাঁতস্যাঁতে কাদা যুক্ত ঘন জঙ্গলে নানা বিষাক্ত সাপ এবং জন্তু জানোয়ারের অবাধ চারন ক্ষেত্র। এমন জঙ্গলের মধ্যে থেকে নৌকায় কালীঘাটের পাশ থেকে যেতে যেতে একদিন সন্তোষ রায়চৌধুরীর কানে ভেসে এল ঘন্টা ও শঙ্খধ্বনির শব্দ। জঙ্গলের মধ্যে থেকে এমন শব্দ শুনে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি নৌকা থেকে নেমে ঐ শব্দ অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চললেন। বেশ কিছুটা এগোতেই তাঁর নজরে এল একাকী এক ব্রহ্মচারী পর্ণকুটিরে পাথরের একটা বড় কালী মূর্তির সামনে বসে সাধনা করছেন। মনে হাজার প্রশ্নের মালা জপতে জপতে ধীর ধীরে সন্তোষ রায়চৌধুরী ব্রহ্মচারীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরিচয় হল একে অপরের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি ব্রহ্মচারীর থেকে জানতে পারলেন, এ ভূমি অতি পুণ্যভূমি, এখানেই সতীর ডান পায়ের চারটে আঙ্গুল পতিত হয়েছে। এটি সতী পীঠের ৫১ পীঠের এক পীঠ। এমন শোনার পর ওই জায়গা সম্পর্কে সন্তোষ রায়চৌধুরীর ভক্তি ও আগ্রহ বেড়ে গেল। এরপর থেকে শক্তি মন্ত্রে বিশ্বাসী সন্তোষ রায়চৌধুরী এখানে নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করলেন। জমিদার বাড়ির সদস্য সন্তোষ রায়চৌধুরীর মতো একজন গন্যমান্য ব্যক্তির এখানে যাতায়াতের ফলে মায়ের কথা ও মাহাত্ম্য একেবারে সর্ব সাধারনের কাছে পৌঁছে গেল। ক্রমশ ঃ

স্পার্টাকাস! আমরা হারলাম

কবি ঃ ডাক্তার প্রনব কুমার ভট্টাচার্য

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, স্পার্টাকাসকে
প্রশ্ন করেছিল বৃদ্ধা।
আমরা তো লড়েছি
দুর্বলের হয়ে,
স্বাধীনতার জন্যে,
বঞ্চনার অবসানের জন্য,তাও এই পরাজয়!
কেন স্পার্টাকাস?
স্পার্টাকাসের গা’থেকে
চুঁইয়ে পড়া রক্তে
লাল হয়ে যাচ্ছিল বৃদ্ধার সাদা চুল।
গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।
স্পার্টাকাস বলতে চাইছিলো
কিন্তু বলতে পারলোনা-’
সত্য জিতবে বলে তো আমরা সত্যের পক্ষে দাঁড়াই না!
বার বার সত্য হারে-
তত্ত্বের খোলস থেকে
যখনই রাস্তায় পা রাখে
গৌরবময় বীরগাথায়
স্থান পাওয়ার আগে
বহু বার সত্যের হত্যা হয়।
’সত্যকে তো একাকী মরতে দেওয়া চলেনা!
তার নিশ্চিত পরাজয়েও পাশে
অবিচল দাঁড়াতে হয়।
কেবল তাহলেই কবিতায় সত্য বাঁচবে,
বিজয় সংগীতে বেজে উঠবে
সত্যের সুর।
সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয় আগামীর জন্য।
সত্যের মৃত দেহের থেকে
নবীন সত্যের চারাগাছ জন্ম নেবে।
বেড়ে ওঠা সেই গাছের ছায়ায়
বেড়ে উঠবে আগামীর সন্তানেরা
ওরাই একদিন সেই গাছের অরণ্য গড়ে তুলবে।
আর অরণ্যকে কি সহজে পরাজিত করা যায়?
স্পার্টাকাস পরাজিত হয়েছিল।
শাসকের থুতু বর্ষিত হচ্ছিল।
কিন্ত বধ্যভূমিতেও সত্যের পক্ষে
ঋজু ছিলেন স্পার্টাকাস।
স্পার্টাকাস নিহত হয়েছিলেন।
উত্তর না শুনেও বৃদ্ধা
সেদিন ঘরে ফিরে গেছিলো
সমস্ত উত্তর নিয়ে।

ভয়ের কোন শব্দ হয় না

সিটিরাতগুলি এখন শীতকালীন রাতের মত শান্ত ও ভয়জরিত
আবারও আমি শান্ত ও নীরব রয়েছি।
আমার চোখে তো এখন বারুদ আর নেই,
মৃত্যুর দূত আমার সামনে।
আমার কবিতা তোমাকে বিরক্ত করছে।।
আমি এখন একা, নাকে মুখে নল।
তবুও আমি লিখি। আর লিখবো।
আমি নলের শ্বাস নিতে নিতেই লিখবো।
আমার নীরবতার সত্যিই কোনো কারণ নেই।
আমার লেখনী তে আমি বাঁচবো হিটলার।।
তুমি কি দেখতে পাচ্ছ
আমার বাগানের ঠিক ওপরে
ঝলসেটে সাদা পূর্ণিমা চাঁদের আলোর খেলা ?
আমি আর বোধহয় পূর্ণিমাকে দেখতে পারবো না।।
বসন্তে যখন চাদ উঠেছিল
পূর্ণিমার তবুও হয়তো বা একটা অর্থ ছিলো
সময় ছিল তখন অবিরাম আর বহমান।
সাদা থেকে আরো বেশি সাদা উজ্জ্বল চাঁদটা
তালগাছের ওপরে উঠেছিল
এবং কুঁকড়ে গিয়ে
যেখানে খেজুর গাছগুলো বিভক্ত হয়
প্রথমে খেজুর গাছের পাতায় পাতায়
চাঁদনীর নরম সবুজ রুপোতে।।
শেষের ভয় পেতে পেতে আমরা এখন অনেক দূরে
একত্রিত হয়েছি কিছু
অসরীর আত্মার সাথে।
এই রাতে আমি আর কারোর নির্দিষ্ট না।
আমি তো জানি
শেষ পরিণতি কী চুল্লির ভেতরে একমুঠো ছাই।
তুমি তো অন্য একজন মানুষের।
কান্নাকাটি আর ভয় পেয়ে লাভ হয় না
ভয়ের কোনো শব্দ হয় না।

অব্যক্ত প্রেম

অব্যক্ত প্রেম
অবেলা কোনো দুপুরের ছায়ায়,
একটি বটগাছের নীচে,
মনে পড়ে যায় কলেজের সেই শিক্ষকের কথা-
ক্লাসরুমের গন্ধ, বইয়ের পাতার সুর।
আমার সেই শিক্ষকের হাসি,
যেন ছিলো সাদা মেঘের কাঁধে সূর্য,
তাঁর কথায় ছিল,
পূর্ণতার জ্ঞান ও ভালোবাসার এক অমলিন বাণী।
ছাত্রীটির কিন্তু সাজানো বিত্ত এক জীবন,
সামনে তার বিয়ের পিঁড়ি,
স্বামী পুত্র,
সংসার কিন্তু মনের ভেতর,
গুমরে কাঁদে একটি চিরকালীন অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা।
তিরিশ বসন্ত পার করে,
এখন আমি বিবাহিতা,
তাতে কি?
তবুও তার সেই গভীরতা,
আমার অন্তরকে এখনও ছুঁয়ে যায়।
তাঁর পাঠের ঝর্ণায়,
আমি যে আজও সিক্ত হই,
গোপনে ভালোবাসার ওই ছায়া,
চলছে চুপিসারে,
আর একান্তই সেটা আমার।
বয়সের পাটাতন ক্রমে বাড়ে,
আমার হৃদয়ের কোন সীমা নেই,
শিক্ষক কিংবা ছাত্র,
এই ভালোবাসা জানে না কোন বাঁধন।
একটি সাদা মৌমাছিকে,
যা কখনো হয়তো আর লেখাই হবে না,
তাই কেবল মনে মনে বলি,
আপনি আছেন, তাইতো আমি আছি।
প্লেটনিক প্রেমের এই আলোর দেশে,
স্মৃতির পাতা গুলো মাঝে মাঝে উল্টাই,
অবিরাম চলুক এই ভালোবাসা,
মনের মধ্যে, সবে নির্বিকার।

তুলো ধুনাইয়ের মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৮ নভেম্বর ঃ লেপ তোষক বানাতে গিয়ে তুলো ধুনাইয়ের মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের। বাবা, ছেলে দুজনে মিলেই তুলো ধুনাইয়ের কাজ করেন শীতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে। দীর্ঘদিন ধরে তুলো ধুনাইয়ের কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে কয়েকদিন আগে তুলো ধুনাইয়ের একটি মেশিন তাঁরা কেনেন। সে-ই মেশিনেই ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা। সোমবার সাতসকালে সেই নতুন মেশিনে তুলো ধুনাইয়ের কাজ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে মেশিনের বেল্ট ছিঁড়ে মৃত্যু হল যুবকের। জানা গেছে, সোমবার সকালে মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের কাঠালগুড়ি মহুয়া তোলা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ বাবুর বাড়িতে বাবা ছেলে দুজনে মিলে লেপের তুলো ধুনাইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখেন, মেশিনের ফিতেগুলো ছিঁড়ে একজনকে পেঁচিয়ে রেখেছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তুলো ধুনাইকারী যুবক আজাদ আলির। বয়স ২৫ বছর। খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি থানায়। খবর পেয়ে ক্রান্তি থানার পুলিস এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। জানা গেছে, শীতের মরশুম এলেই বাবা -ছেলে দুজনে মিলে লেপ-তোষক তৈরি করতেন। প্রকৃত বাড়ি বিহারে। ওদলাবাড়িতে ভাড়া বাসায় থেকে বিভিন্ন জায়গায় লেপ- তোষক তৈরি করতেন তাঁরা। সকালবেলা মোট ৪ জন কাজ করতে আসেন। যাদের সঙ্গেই ছিলেন বাবা ও আরও ২ শ্রমিক। এহেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আজাদ আলির মৃত্যুর পর এলাকায় শোকের ছায়া।

মাইথন পিকনিক স্পটে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো রাস্তায় পড়ে থাকা জলের পাইপ, চিন্তায় নৌচালক থেকে ব্যাবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, মাইথন, ১৮ নভেম্বর ঃ শীতের মরশুমে মাইথন জলাধারে পিকনিক করতে আসে বহু দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা। কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তো আসে। আসে পার্শ্বর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ড থেকে পর্যটকরা পিকনিক করতে। শীতের মরশুমে প্রাকৃতিক সবুজ মনোরম পরিবেশে পিকনিক করতে আসে পর্যটকরা, সাথে মা কল্যানেশ্বরী মন্দির দর্শন থেকে মাইথন জলাধার, নৌকা বিহার- তো রয়েছে। তবে পিকনিকের মরসুম ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এই মাইথন জলাধারে পর্যটক দের ভিড় দেখা যায়। আর এই পিকনিকের সিজিনের দিকে তাকিয়ে থাকে এলাকার নৌকা চালক থেকে ব্যাবসায়ীরা। কারণ পর্যটকদের ভিড় হলে পর্যটকরা নৌকা বিহার করলে তাঁদের বেশ উপার্জন হবে তাতে তাঁদের সংসার চলবে। তবে মাইথন জলাধার থেকে জলের প্রকল্পের কাজ চালু হওয়াতে সেই জলের পাইপ রাস্তার ধারে রাখা রয়েছে ফলে পিকনিকের সিজিনে পর্যটকদের ভিড় হলে যানবাহন পার্কিং করতে অসুবিধে হবে বলে মনে করছেন নৌকা চালক থেকে স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা। কারণ বেশির ভাগ যে জায়গায় পাইপ গুলো জমা করে রাখা রয়েছে সেই জায়গা গুলোতে যানবাহন পার্কিং করা হয়ে থাকে পিকনিকের সিজিনে। তবে এই বিষয়ে হোটেল ব্যাবসায়ী মনোজ তেওয়ারি বলেন, এটা নিয়ে আমরা চিন্তিত আছি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। পাইপ যে স্টক করে রাখা হয়েছে এই জায়গা গুলোতে যানবাহন পার্কিং করা হতো এখন ওই পাইপ গুলোকে অন্যত্র সরিয়ে ওই জায়গাগুলো খালি করা যাবে কিনা সেটা আলোচনার বিষয়। আলোচনা চলছে বিকল্প ব্যবস্থা। কারণ এই দু মাসের সিজিনের উপর নির্ভর করে থাকে স্থানীয় ব্যাবসায়ী থেকে নৌচালকরা। এই বিষয়ে সালানপুর বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস বলেন প্রত্যেক বছর যেরকম ব্যবস্থা থাকে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সেরকম ব্যবস্থা এইবার ও থাকবে। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখার দিকটাও বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। সাথে মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারটা থাকবে। তবে নৌকা চালক থেকে স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা আসা করছেন প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরেও পর্যটকদের ভিড় হবে বলে মনে করছেন। তবে রাস্তায় পড়ে থাকা পাইপ তাদের সমস্যার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

ট্যাবকাণ্ডে গ্রেপ্তার প্রাথমিক শিক্ষক-সহ ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। রবিবার শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে কলকাতার পুলিশের জালে তিন। তাঁদের একজন প্রাথমিকের শিক্ষক বলে জানা গেছে। ধৃতদের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় বলে খবর। সোমবার পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই চোপড়া থেকেই ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডের সূত্রপাত। ধৃতদের জেরা করছেন কলকাতা পুলিশের তৈরি সিটের আধিকারিকরা। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও খোঁজ চলছে। তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়। সরশুনার একটি স্কুলে ৩১ জন পড়ুয়া ট্যাবের টাকা পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। রাজ্যের আরও নানা প্রান্তের স্কুল থেকেই এমন অভিযোগ এসেছে। কলকাতা এবং মালদা পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্তে নেমেছে। পৃথক তদন্ত করছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডিও। সূত্রের খবর, স্কুলের সার্ভার হ্যাক করে কিংবা পোর্টালের পাসওয়ার্ড চুরি করে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এর মধ্যে স্কুলের কেউ জড়িত বলেও প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। সেসবের কিনারা করতে অপারেশন শুরু করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল 'সিট'। আর তাতেই শিলিগুড়ি থেকে প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষক-সহ ধরা পড়েন ৩ জন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জড়িতদের খোঁজ করছে পুলিশ। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে তিনজনকে। তাদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চাইতে পারেন তদন্তকারীরা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় ট্যাবের টাকা দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছে যায়। এখন সেই টাকা নিয়েও দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয়েছে। যার মূল উৎস উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া। সেখানেই প্রথম ট্যাবের টাকা তছরূপের হদিশ মেলে। গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়েই এই জাল ছড়িয়েছে। গ্রেফতারও হয়েছে অনেকে।

সাজানো হচ্ছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ উত্তর-দক্ষিণ বলে কিছু নেই। সব জায়গার জন্য সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে উত্তরে আরও নতুন একাধিক দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছু প্রস্তাবও রয়েছে। পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের একাধিক জায়গায় নতুন করে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। সেগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুন করে ৭৫টি ইঞ্জিন পথে নামানো হবে। আগামী প্রায় এক মাসের মধ্যেই সেসব রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দমকল কেন্দ্রে পাঠানো হবে। সোমবার শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় বিশেষ বৈঠক সারেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ম্যারাথন বৈঠক শেষে বিকেলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, যে কেউ অনলাইনে আবেদন জানাতে পারবেন ফায়ার লাইসেন্সের জন্য। জমির পরিমাপ ৫ হাজার স্কয়ার ফুটের মধ্যে হলে ব্যবসায়ী সেল্ফ ডিক্লেয়ারেশন দিতে পারবেন।

২ ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করল বনদফতর

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ কাজ থেকে ফেরার পথে হাতির হানায় একই পরিবারের ২ ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করল বনদফতর! সোমবার নকশালবাড়ির হাতিঘিসার মৌরিজোতে মৃতের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও কার্শিয়াং ডিএফও দেবেশ পান্ডে। এদিন ২ পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নিয়মানুযায়ী ২ পরিবারের সদস্যকে বনদফতরের চাকরি প্রদান করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন এডিএফও রাহুল দেব মুখার্জী, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারী ও হাতিঘিসার প্রধান ক্যাথারিন তামাং ও বাগডোগরা রেঞ্জের রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া। পরে ডিএফও জানান, দুঃখজনক ঘটনা! পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল এবং আগামী দিনে চাকরি প্রদান করা হবে। এশিয়ান হাইওয়ে রাস্তায় ময়লা আবর্জনার জেরে এই ঘটনা। সাধারণ মানুষদের সচেতন বৃদ্ধি হওয়ার বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে ঘটনার পরের দিন থেকেই পরিবারকে সহাযতা ও এলাকায় লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মানুষের পাশে আছে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান।

ছবি- অনিকেত নস্কর

কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সোমবার থেকে বিনামূল্যে সিটি স্ক্যান পরিষেবার সূচনা হল। এদিন সিটি স্ক্যান পরিষেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী ছাড়াও ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরবাল, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক জয়রাম হেমব্রম সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী জানিয়েছেন, কালনা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান না থাকায় চরম হয়রানির মধ্যে প।তে হতো গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষদের। তাদের বাধ্য হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে থেকে সিটি স্ক্যান করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ জোগাড় করতে হত। সেখানে সিটি স্ক্যান করাতে গিয়ে চোখ কপালে উঠে যেত। কিন্তু এখন এইসব ঘটনা অতীত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কালনা কাটোয়ার মত মফঃস্বল শহরে এই ধরনের অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বসানো হচ্ছে এটাই বড় কথা। শুধুমাত্র কালনার নয়, এই হাসপাতালে নদীয়া, হুগলি জেলা সহ দূর দূরান্ত থেকে বহু রোগী আসেন যারা এবার এই পরিষেবা পাবেন। কাটোয়া হাসপাতালেও এদিন অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো হচ্ছে। পূর্বস্থলী গ্রামীণ হাসপাতালেও এই মেশিন বসানোর পরিকল্পনা চলছে বলে এদিন জানিয়েছেন স্বপনবাবু। উল্লেখ্য, এই অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিনটি রাজ্য সরকারের সাথে একটি বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ পিপিপি মডেলে বসানো হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই প্রথম এই অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান মেশিনটিতে সিটি স্ক্যান হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার প্লেটের ডকুমেন্টস ফাইল রোগীর মোবাইল ফোনে চলে যাবে। একই সাথে অনেকেরই সিটি স্ক্যান করাতে যে ভীতি রয়েছে তা কাটাতে আধুনিক এলইডি স্কিন রয়েছে সিটি স্ক্যান রুমের মধ্যে। এই মেশিনে রেডিয়েশনের মাত্রা অনেক কম যার ফলে রোগী সহ হাসপাতাল কর্মীরাও অনেক বেশী সুরক্ষিত থাকবেন। কালনা মহকুমা হসপিটালের সমস্ত রোগীরা সম্পূর্ন বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন। বাইরে থেকে আসা রোগীরা স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী এই পরিষেবা পাবেন কালনা মহকুমা হসপিটাল থেকে। শুধুমাত্র এই মেশিনটির মূল্য হচ্ছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। সম্পূর্ন প্রকল্পের খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা।

গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ১৮ নভেম্বর ঃ আবারও গাঁজা পাচার রুখল পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর টোলপ্লাজায় দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাসে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল ১৬ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা। গ্রেফতার বাসের চালক। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীদের গ্যাং

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের রাধানগরের পাশে একটি গ্রাম থেকে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে ঘাটাল থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ধৃতদের বাড়ি ঝাড়খন্ড, বিহার ও আসানসোল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। ঘাটাল এবং চন্দ্রকোনা থানার যৌথ অভিযান চলে। অভিযানে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার, ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ আধিকারিকরা ও বিশাল পুলিশবাহিনী। ধৃতরা সকলেই ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বেশকিছু দিন ধরে গভীর রাতে যাতায়াত করত কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে পুলিশ। আরও জানা গেছে স্থানীয় দুই ব্যক্তি যুক্ত রয়েছে ওই দলের সাথে। বড়সড় ডাকাতির চক্রান্ত করেছিল বলে মনে হচ্ছে এবং পুলিশের অভিযানে তা বানচাল হয়েছে। একটি রাসায়নিক সারের দোকান, একটি ট্রাক হাইজ্যাক এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতি দলের বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার।

আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ বাহিরিতে তৃণমূল কর্মী আক্রান্ত। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার জেরে চাপান উতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই নানুর বিধানসভার অন্তর্গত বাহিরি গ্রামে সমবায় সমিতির কর্মীর পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার হুমকি দিচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। ১৬ নভেম্বর কোর কমিটির বৈঠকের পর তাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। আহত সুজয় থাণ্ডার বলেন, তিনি বাহিরি সমবায় সমিতির ম্যানেজার।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়া-এর অধীনে]** নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নম্বরঃ ২৬২_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনে ঃ সিটিআর(এস)- ০.৯ টিকেএম, অবস্থানঃ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর, তারকেশ্বর আপ লুপ-১ ০-০.৯০০ = ০.৯০০ কিমি., টিআরআর (পি)- ৭.২৭২ টিকেএম, অবস্থানঃ বালি-ব্যান্ডেল আপ মেইন লাইন ২৫.০১৮-২৯.১৭০ = ৪.১৫২ কিমি., শেওড়াফুলি-গোঘাট ডাউন ৩৩.৭১৯-৩৫.০১৯ = ১.৩০০ কিমি., আপ ৩৩.৭০০-৩৫.৫২০ = ১.৮২০ কিমি. এবং টিএফআর- ৯.১৮৬ টিকেএম, অবস্থান ঃ শেওড়াফুলি-গোঘাট ডাউন ১৮.৭০০-২১.৯৭৪ = ৩.২৭৪ কিমি., ডাউন ২৬-২৭ = ১ কিমি., এসএল ৩৫.৫৮৮-৩৭ = ১.৪১২ কিমি., এসএল ৪৪-৪৬ = ২ কিমি., এসএল ৫২-৫৩.৫০০ = ১.৫০০ কিমি. এবং টিবিআর- ৮.০৮৪ টিকেএম, অবস্থান ঃ শেওড়াফুলি-গোঘাট এসএল ৪১.৪৪৭-৪১.৮১২ = ০.৩৬৫ কিমি., ৪৭.৪২২-৪৭.৯৫০ = ০.৫২৮ কিমি., ৬০-৬৭.১৯১ = ৭.১৯১ কিমি. এবং টিটিআর (সিএস সিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-৪ সেট ও ১ ইন ১২-৬ সেট, এসইজে ৩৮ সেট। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,০৫,২৭,৭৯৪.৪৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০২,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-422/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-সিসিটিভি-গুডস-বিডব্লুএন-টিআইটি, তারিখঃ ১৪.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** শিডিউল এঃ সিনিয়ার ডিইএন(২)/হাওড়া-এর অধীনে বর্দ্ধমান গুডস্ শেডের মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। শিডিউল বিঃ সিনিয়ার ডিইএন(২)/হাওড়া-এর অধীনে তালিত গুডস্ শেডের মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ২,০১,৯৮,৪৫৯.৫০। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫১,০০০। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা। **বিড শুরুর তারিখঃ** ২২.১১.২০২৪। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.১১.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.৫২ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখান থেকে টেন্ডারপত্র ডাউনলোড করা যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে তা অগ্রাহ্য হবে।

(HWH-425/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডেবিট/ক্রেডিট/কো-ব্রান্ডেড কার্ডের বিজ্ঞাপন/প্রচার-এর উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যাঙ্ক/এজেন্সিগুলি দ্বারা পরিচালিত দুই (০২)টি প্রচারমূলক কিয়স্ক– এক (০১)টি কিয়স্ক হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে ও এক (০১)টি কিয়স্ক নিউ কমপ্লেক্সে ৩ বছরের জন্য স্থাপনের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উল্লিখিত ই-অকশন-এর জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্ট/বিডদাতাদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্ট/বিডদাতাদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার আবশ্যক। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ কিয়স্ক-এইচডব্লুএইচ-০২-২৪। ক্র.নং; লট নং/ক্যাটিগরি; প্রচারমূলক কিয়স্কের সংখ্যা; অবস্থান** এবং **অকশন শুরুর তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ ১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-পিআরকিয়স্ক-১-২৩-১**; ০১; ওল্ড কমপ্লেক্স, হাওড়া। ২; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-পিআরকিয়স্ক-২-২৩-১**; ০১; নিউ কমপ্লেক্স, হাওড়া এবং ২৯.১১.২০২৪ বেলা ১২টা (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)।

(HWH-426/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED

CIN: L74999WB2016PLC218387

Registered Office: 375, Dakshindari Road, Parganas North, Kolkata 700048, West Bengal, India

Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre,Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700091, West Bengal, India,

Tel No: 033-40087463; E-mail – cs@dssl.ind.in; Web – www.dssl.ind.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of Dynamic Services & Security Limited ("Company") are hereby informed that, pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and other applicable laws and regulations including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and in accordance with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in regard to conducting postal ballot voting process through electronic means ("e-voting / remote e-voting"), the Company has dispatched the Postal Ballot Notice on Monday, November 18 2024 through electronic mode only, to those Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Thursday, November 14, 2024 ("cut-off date") and whose email addresses are registered with the Company / Depositories, seeking approval of the Members of the Company for the following business item(s):

Sl. No.	Particulars	Type of Resolution(s)
1	Approval for Increase in Authorised Share Capital and subsequent alteration in the Memorandum of Association of the Company	Ordinary Resolution
2	Migration of Equity Shares of the Company from NSE Emerge (SME platform of NSE) to the Main Board of NSE and BSE.	Special Resolution
3	Issuance of Warrants on a Preferential Basis and matters related therewith	Special Resolution

In accordance with the MCA Circulars, the communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system. The Company is pleased to offer e-voting facility to its members to enable to cast their votes electronically. The Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting facility. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. November 14, 2024 and any person who is not a member as on that date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period commences on Tuesday, November 19, 2024 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, December 18, 2024 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, December 18, 2024, and the e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The Members whose email addresses are not registered with the Company / Depositories, to receive the Postal Ballot Notice may send their request at cs@dssl.ind.in. The Postal Ballot Notice will be available on the website of the Company at www.dssl.ind.in and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. This Notice can also be accessed from the website of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on which equity shares of the Company are listed i.e.www.nseindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Abbas Vithorawala, Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No.: 8827) act to as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The result of the postal ballot process will be announced within two (2) working days from the date of conclusion of remote e-voting. The Voting Result declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.dssl.ind.in and on the website of NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com and communicated to NSE at www.nseindia.com.

In case of queries relating to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Contact No.: 022-48867000 or send a request to Mr. Pritam Dutta, Assistant Manager at pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com

For Dynamic Services & Security Limited
Sd/-
Sushma Kumari Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: November 18, 2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EEC/VII/56/32/24-25/R
Name of the Work: **Improvement and beautification of Eastern side of 2no bridge near Motijhil in ward no. 56;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,98,260.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

2. NIT No.: KMC/EEC/VII/56/35/24-25/R
Name of the Work: **Improvement and renovation of bustee area at 1/5 Motijheel, 1/B Motijheel and at different places in ward no. 56;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,49,923.21;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

3. NIT No.: KMC/EEC/VII/56/36/24-25/R
Name of the Work: **Improvement and renovation of bustee passage at 7 Kamardanga and at different places in ward no. 56;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,99,772.06;** Earnest Money: **Rs.8,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

4. NIT No.: KMC/EEC/VII/56/37/24-25/R
Name of the Work: **Improvement and renovation of bustee passage at Bibi Bagan and at different places in ward no. 56;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,54,935.22;** Earnest Money: **Rs.5,100.00;** Period of Completion: **30 Days;**

5. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/60/24-25/R
Name of the Work: **Renovation and repairing of 12, Gobinda Khatic Road and adjacent area in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,79,536.14;** Earnest Money: **Rs.7,600.00;** Period of Completion: **45 Days;**

6. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/61/24-25/R
Name of the Work: **Renovation and repairing of sanitary latrine at 66 and 69 D C Dey Road, 11/2 Christopher Road and its surrounding areas in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,99,739.17;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

7. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/71/24-25/R
Name of the Work: **Construction of Pit, Catch Pit at different places in ward no. 58, BR-VII;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,49,272.27;** Earnest Money: **Rs.5,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

8. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/54/24-25/R
Name of the Work: **Renovation and repairing of road surface at Dhapa Vivekananda Pally Welfare Samity and Dhapa K P Garden and its surrounding area in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,49,306.15;** Earnest Money: **Rs.5,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

9. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/66/24-25/R
Name of the Work: **Renovation and repairing of sanitary latrine at Matheswartala Road, South Tangra Road, Dhapa Mallick Para, Kacharipara and its surrounding area in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,99,396.14;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

10. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/67/24-25/R
Name of the Work: **Renovation and repairing of passage at 13, 15 Paymental Garden, Matheswar Tala Road, 5 South Tangra Road and its surrounding area in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,19,828.67;** Earnest Money: **Rs.6,400.00;** Period of Completion: **60 Days;**

11. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/65/24-25/R
Name of the Work: **Removal of chokage in sewer at 66, D C Dey Road, Dhapa Kacharipara, Mallick Para and its surrounding area in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,49,843.05;** Earnest Money: **Rs.5,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

12. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/69/24-25/R
Name of the Work: **Development works at surrounding area of Health Unit and allied works at 15, G K Road in ward no. 58;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,49,828.29;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

13. NIT No.: KMC/EEC/VII/58/72/24-25/R
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrine at different places in ward no. 58, BR-VII;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,29,239.60;** Earnest Money: **Rs.4,600.00;** Period of Completion: **45 Days;**

14. NIT No.: KMC/EEC/VII/59/12/24-25/D
Name of the Work: **Restoration of Road and passage at 16, 11A/1A/1, 18B/3 Mahendra Roy Lane, 1 No Topsia Road South and its surrounding area (Disturbed by W.S. Department) in ward no. 59;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,73,181.92;** Earnest Money: **Rs.7,500.00;** Period of Completion: **60 Days;**

15. NIT No.: KMC/EEC/VII/59/22/24-25/R
Name of the Work: **Desilting of GP/CP S at Tiljala Road, Abhinash Choudhury Lane, Gobra Gorosthan Road and its surrounding area in ward no. 59;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,99,969.00;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

16. NIT No.: KMC/EEC/VII/63/27/24-25/R
Name of the Work: **Renovation of Borough VII Office Building and allied works in ward no. 63;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,59,816.71;** Earnest Money: **Rs.7,200.00;** Period of Completion: **60 Days;**

17. NIT No.: KMC/EEC/VII/64/27/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of sewer line at 27 Shamsul Huda Road, 22/H/3 Bright Street etc. in ward no. 64;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,99,264.39;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

18. NIT No.: KMC/EEC/VII/64/28/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of bustee passages at 100/H/4, 94 etc. Dilkusha Street, 22/2F, 24/2 etc. Bright Street in ward no. 64;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,99,718.93;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

19. NIT No.: KMC/EEC/VII/64/24/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of footpath on bothside of 94 to 100/H/4 Dilkhusha Street in ward no. 64;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,69,583.79;** Earnest Money: **Rs.5,400.00;** Period of Completion: **25 Days;**

20. NIT No.: KMC/EEC/VII/64/23/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of footpath on both side of Jhowtala Road in ward no. 64;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,79,800.37;** Earnest Money: **Rs.7,600.00;** Period of Completion: **30 Days;**

21. NIT No.: KMC/EEC/VII/64/26/24-25/R
Name of the Work: **Maintenance of bustee toilets at Dilkhusha Street, Samsul Huda Road and etc. bustee in ward no. 64;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,99,460.53;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **35 Days;**

22. NIT No.: KMC/EEC/VII/65/36/24-25/R
Name of the Work: **Development of passage and other allied works at 1/1 Rifle Range Road and its surroundings in ward no. 65;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,49,458.16;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

23. NIT No.: KMC/EEC/VII/65/23/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of drainage pipe line at 18 C K Lane and its surroundings in ward no. 65;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,99,293.69;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

24. NIT No.: KMC/EEC/VII/65/37/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of sewer pipe line at 19 Miajan Ostager Lane and its surroundings in ward no. 65;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,59,934.04;** Earnest Money: **Rs.5,200.00;** Period of Completion: **30 Days;**

25. NIT No.: KMC/EEC/VII/67/39/24-25/R
Name of the Work: **Improvement of passage at 186, 187 Picnic Garden Road and its surroundings in ward no. 67;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,49,754.43;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

26. NIT No.: KMC/EEC/VII/67/51/24-25/R
Name of the Work: **Repairing of passage and other ancillary work near premises no. 117, B B Chatterjee Road in ward no. 67;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,99,685.18;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**

27. NIT No.: KMC/EEC/VII/67/53/24-25/R
Name of the Work: **Desilting of pipe sewer at Swinhoe Lane, Dharmatala Road and Picnic Garden Road and its surrounding area in ward no. 67;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,89,997.50;** Earnest Money: **Rs.3,800.00;** Period of Completion: **90 Days;**

28. NIT No.: KMC/EEC/VII/67/52/24-25/R
Name of the Work: **Repairing of passage at 9 Bakultala Lane, 211 P G Road, 48 Swinhoe Lane and its surrounding area in ward no. 67;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,99,771.06;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **27.11.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 28); Tender will be opened on: **29.11.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 28); The bid forms and other details are available on and from **18.11.2024 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 28); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 28).

868/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

ইউরেনাসের চাঁদে প্রাণের বিকাশ থাকতে পারে বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের

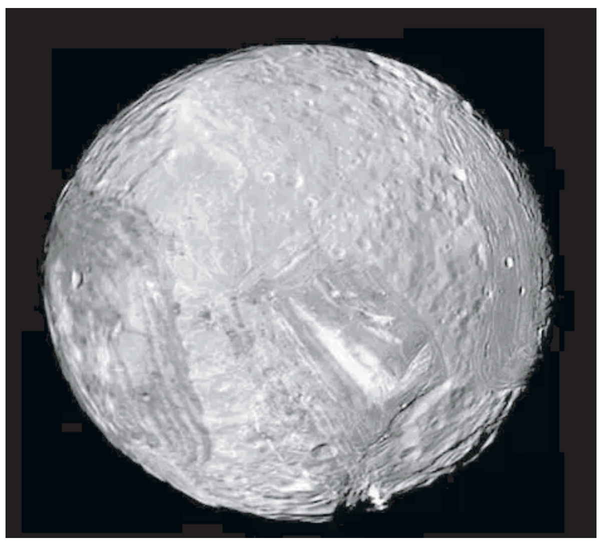

সৌরজগতের বেশ রহস্যময় গ্রহ ইউরেনাস। বিজ্ঞানীরা ১৯৮৬ সালে ভয়েজার ২ মহাকাশযানের সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রহটিকে প্রাণহীন বলে ঘোষণা করেছেন। তবে পুরোনো তথ্য নতুন করে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বহু বছর আগে ভয়েজার ২ যখন ইউরেনাসের সীমানা অতিক্রম করছিল, তখন সেখানে তীব্র সৌরঝড় চলছিল। আর তাই সে সময় সঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। নতুন গবেষণায় ইউরেনাসের চাঁদে প্রাণের বিকাশ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের বিজ্ঞানী উইলিয়াম ডান বলেন, 'আমরা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি জানার সুযোগ আছে ইউরেনিয়ান সিস্টেম নিয়ে। সেখানকার চাঁদে এমন অবস্থা থাকতে পারে, যা জীবনকে সমর্থন করতে পারে। সম্ভবত ইউরেনাসের চাঁদের পৃষ্ঠের নিচে মহাসাগর লুকিয়ে আছে।' ভয়েজার মিশনের প্রকল্প বিজ্ঞানী লিন্ডা স্পিলকার বলেন, 'ইউরেনিয়ান সিস্টেমে জীবনের সম্ভাবনা আছে, এটা ভাবতে খুবই রোমাঞ্চকর লাগছে।' স্কটল্যান্ডের ডাবলিন ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের বিজ্ঞানী অ্যাফেলিয়া উইবিসোনো বলেন, 'নতুন ফলাফল খুবই আকর্ষণীয়। পুরোনো তথ্য পুনরায় পরীক্ষা করার ফলে নতুন তথ্য জানা গেছে।' ইউরেনাস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সব তথ্যই মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ভয়েজার ২ মিশন থেকে সংগ্রহ করা। সময়ের হিসাবে সেসব তথ্য প্রায় ৪০ বছর পুরোনো। আর তাই ইউরেনাস গ্রহ সম্পর্কে জানতে সেখানে অনুসন্ধান যান পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

ইলেকট্রো-বায়োডিজেল তৈরির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা

বৈশ্বিক কার্বনদূষণের পরিমাণ কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই বিকল্প জ্বালানির উৎস আবিষ্কারের জন্য কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার জ্বালানির বিকল্প হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে বিশেষ ধরনের ইলেকট্রো-বায়োডিজেল তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরির দুজন বিজ্ঞানী। নতুন এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রোক্যাটালাইসিস ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অ্যাসিটেট ও ইথানলের মতো জ্বালানিতে রূপান্তর করা সম্ভব বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

নতুন এ পদ্ধতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে ইলেকট্রো-বায়োডিজেল তৈরির জন্য ইলেকট্রো ক্যাটালাইসিস ব্যবহার করা হয়। এরপর বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রনের অবস্থান পরিবর্তন করে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অ্যাসিটেট ও ইথানলে রূপান্তর করা হয়।

নতুন এ পদ্ধতি সয়াবিনভিত্তিক বায়োডিজেল উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায় ৪৫ গুণ বেশি কার্যকর। শুধু তাই নয়, সয়াবিনভিত্তিক বায়োডিজেল উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায় ৪৫ গুণ কম জায়গার প্রয়োজন হয়। জুল বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে এ গবেষণার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ডিজেলচালিত যানবাহন থেকে অনেক বেশি কার্বন নির্গমন হয়ে থাকে। এতে পরিবেশে কার্বনদূষণ বাড়ছে। আর তাই এ সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। নতুন এ পদ্ধতি পরিবেশদূষণ কমাতে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শত বছর ধরে পড়া রসায়নের এমনই এক সূত্রকে বদলে দিতে চলেছেন বিজ্ঞানীরা

অনেক সূত্র আর বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষার কথা শত বছর ধরে পড়া হচ্ছে। শত বছর ধরে পড়া রসায়নের এমনই এক সূত্রকে বদলে দিতে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। রসায়নবিজ্ঞানে 'ব্রেডটের নিয়ম' নীতি একটি সূত্র ১৯২৪ সাল থেকে পড়ানো হচ্ছে। রসায়নের পাঠ্যপুস্তকে এই সূত্র রয়েছে। জৈব রসায়নে ব্রেডটের সূত্র বিশেষ ধরনের কাঠামোগত নিয়মের কথা বর্ণনা করে। এই নিয়ম অনুসারে দ্বিবন্ধন বা ডাবল বন্ড কখনোই ছোট ও সংকুচিত রিং সিস্টেমের ব্রিজহেড কার্বনে স্থাপন করা যায় না। এই সূত্র পুনর্ব্যবহারযোগ্য যৌগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে একটি ছোট আকারের রিং কাঠামোতে দ্বিবন্ধন যুক্ত করার চেষ্টা করলে তা অস্থিতিশীল হয়ে যায়। ব্রেডটের সূত্র অনুযায়ী, যদি বাইসাইক্লিক সিস্টেমে দ্বিবন্ধন সংযোগ মুখে বা ব্রিজহেডে কার্বন স্থাপন করতে হয়, তাহলে রিংয়ের আকার যথেষ্ট বড় হওয়া প্রয়োজন। ১০ বা এর বেশি পরমাণু নিয়ে গঠিত রিংয়ে এই কাঠামো দেখা যায়। ছোট রিং সিস্টেমে (যেমন ৮ বা তার কম পরমাণুবিশিষ্ট রিং) ব্রিজহেডে দ্বিবন্ধন স্থাপন করলে তা অস্থিতিশীল হবে। ব্রেডটের সূত্র জৈব যৌগের কাঠামোর পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। কোন যৌগ স্থিতিশীল না কোনটি অস্থিতিশীল তা প্রকাশ করে। ব্রেডটের নিয়ম জৈব অণু সম্পর্কে রসায়নবিদদের পথনির্দেশ করে। এই নীতি অলেফিন যৌগে দেখা যায়। অলেফিন যৌগে দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে একটি দ্বৈত বন্ধন দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী নিল গার্গ ব্রেডটের এই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই নিয়মের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে বিজ্ঞানী গার্গ ও তাঁর দল অ্যান্টি-ব্রেডট অলেফিনস তৈরি করেন। মানুষ ভাবত অ্যান্টি-ব্রেডট অলেফিন খোঁজা যাবে না, মনে করা হতো এটা সম্ভব নয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী নিল গার্গ ও তাঁর দল ভিন্ন একটি পথে অনুসন্ধান করেন। গবেষকেরা ফ্লোরাইড উৎসের সঙ্গে সিলিল হ্যালাইড নামে পরিচিত কিছু অণুকে যুক্ত করার কাজ করেন। এই প্রক্রিয়ায় অ্যান্টি-ব্রেডট অলেফিনস উত্পাদন করা হয়। যেহেতু এমন অণু অত্যন্ত অস্থির ও দ্রুত ভেঙে পড়ে, তাই আরেকটি রাসায়নিক উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অ্যান্টি-ব্রেডট অলেফিনস নিয়ে গবেষণা সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। অ্যান্টি-ব্রেডট অলেফিনস এমন যৌগ যার ব্রিজড রিং সিস্টেমের ব্রিজহেড অবস্থানে ডাবল বন্ড বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এমন অণু তৈরির মাধ্যমে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে নতুন উন্নত ক্রিকেট গ্রাউন্ড উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৮ নভেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে তার নতুন উন্নত ক্রিকেট গ্রাউন্ডটি সগৌরবে উদ্বোধন করেছে। ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের পাশাপাশি জোনের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওপেন লাইন এবং নির্মাণ সংস্থার মধ্যে এক আকর্ষণীয় ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যা স্টেডিয়ামটির পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে শুরু হওয়ার সময় থেকে ৩৩টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত করার জন্য পরিচিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্টেডিয়ামটি বর্তমানে বিসিসিআই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পুনর্বিকশিত করা হয়েছে। পেশাদারী প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেমি-অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিস্টেম, দ্রুত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং উচ্চমানের জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট ইভেন্ট অনুষ্ঠিত করার জন্য নতুন পুনরুজ্জীবিত পিচ ও আউটফিল্ড সহ অত্যাধুনিকভাবে স্টেডিয়ামটিকে সজ্জিত করা হয়েছে। রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের মতো হাই-প্রোফাইল ইভেন্টগুলি আয়োজনের জন্য এই উন্নয়নমূলক কাজ ১.৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও অত্যাধুনিক প্যাভিলিয়ন নির্মাণের কাজও দ্রুতগতিতে চলছে, যা খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট ম্যাচগুলির সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য ফ্লাড লাইটের সাথে গ্রাউন্ডে লাইটিং সিস্টেমের ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে, ফলে স্টেডিয়ামটি এই অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রধান ক্রীড়া কেন্দ্রের স্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে। উন্নত এই স্টেডিয়ামটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য এই স্টেডিয়ামটি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এখানে উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলি যুব প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ক্রীড়া প্রেমিদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিবে। বর্তমানে এই স্টেডিয়ামে বিশ্বমানের পরিকাঠামো উপলব্ধ হওয়ার পাশাপাশি উচ্চাকাংক্ষী খেলোয়াড়রা পেশাদারী পরিবেশে প্রশিক্ষণ লাভ এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবেন, ফলে সমান্তরালভাবে ক্রীড়া দক্ষতা ও ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এই পদক্ষেপের ফলে অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নতির প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একনিষ্ঠতাকে প্রকাশ করেছে, যা ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি সমাজকে সংযুক্ত করতে এবং যুব সমাজের সবলীকরণের ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে সক্ষম। উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত এই স্টেডিয়ামটি ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎকৃষ্টতা, আবেগ ও একনিষ্ঠতার প্রতীক হয়ে উঠবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মানচিত্রে এই অঞ্চলের উপস্থিতিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের প্রবালও হারাচ্ছে উজ্জ্বলতা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিলুপ্তির হুমকিতে আছে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী। বিলুপ্তির ঝুঁকির তালিকা দিন দিন বড় হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা সেই তালিকায় বিভিন্ন ধরনের প্রবালের অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কার তথ্য দিয়েছেন। বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি প্রবালের বাসস্থান ও বাস্তুতন্ত্র তীব্র হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। নতুন গবেষণা অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরের একটি বড় অংশ বেঁচে থাকবে কি না, তার সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)-এর রেড লিস্ট অব থ্রেটেনড স্পিসিস অনুসারে, বিশ্বব্যাপী রিফ-বিল্ডিং প্রবাল প্রজাতির প্রায় ৪৪ শতাংশ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। বিভিন্ন প্রবাল প্রজাতির বিরুদ্ধে প্রধান হুমকির মধ্যে রয়েছে ব্লিচিং, তেলদূষণ ও বিভিন্ন রোগের প্রভাব। অন্যান্য হুমকির মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, গভীর সমুদ্রে খনন, তেল ও গ্যাসের জন্য খনন বা গভীর সমুদ্রে স্থাপনা করার মতো কার্যক্রম প্রবালদের বাস্তুতন্ত্রের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। আইইউসিএন ২০০৮ সালে ৮৯২টি উষ্ণ জলের রিফ-বিল্ডিং প্রবাল প্রজাতির অবস্থা বর্ণনা করে। তখন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এই ঝুঁকির হার বেড়েছে। উষ্ণায়নের ঘটনা ও ব্লিচিংয়ের কারণে ঝুঁকি বাড়ছে। আইইউসিএন দুটি প্রবালের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। স্ট্যাগহর্ন প্রবাল ও এলখর্ন প্রবাল ক্যারিবীয় অঞ্চলের দুটি বিপন্ন প্রজাতির প্রবাল। উষ্ণতা বৃদ্ধি, দূষণ, ঘূর্ণিঝড় ও প্রবাল রোগের কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ বছরের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নোয়া) বিশ্বের চতুর্থ বৈশ্বিক প্রবাল ব্লিচিংয়ের ঘটনার কথা প্রকাশ করে। আগামী কয়েক মাসে আরও কয়েকটি প্রবাল ব্লিচিংয়ের ঘটনা দেখা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক কারণে প্রবাল তার রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে, এ বিষয়টিকে ব্লিচিং বলা হয়। প্রবাল রক্ষা করা না গেলে উপকূলীয় অনেক মাছ ও প্রাণী হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রবাল প্রাচীর উপকূলরেখা ও উপকূলীয় আবাসস্থলকে স্থিতিশীল রাখছে। এসব প্রাচীর ধ্বংস হলে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেন বিজ্ঞানীরা। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে বড় ভূমিকা রাখতে পারে প্রবাল প্রাচীর। সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বিভিন্ন দেশের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা।

নভোচারীদের শরীরে যেসব প্রভাব পড়ে

মহাকাশসংক্রান্ত নানা ধরনের গবেষণা করা হয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস)। তাই এই স্টেশনে নিয়মিত বিরতিতে নভোচারীরা সফর করে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তবে গবেষণার প্রয়োজনে বা বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে বাধ্য হন অনেক নভোচারী। এর ফলে নভোচারীদের বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে। নাসার বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, টানা ছয় মাস মহাকাশে জিরো গ্র্যাভিটি বা ওজনহীন অবস্থায় থাকার কারণে নভোচারীদের চোখের আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময় ওজনহীন অবস্থায় থাকার কারণে শরীরের তরল স্থানান্তরিত হয়ে কখনো কখনো দৃষ্টিশক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মহাকাশে দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থান করলে নভোচারীদের অ্যাথেরোসক্লেরোসিস রোগের উচ্চ ঝুঁকি তৈরি হয়। এই রোগের কারণে ধমনিতে রক্তপ্রবাহে বাধা তৈরি হয়। নাসার ইমিউনোলজিস্ট ব্রায়ান ক্রুসিয়ান জানিয়েছেন, মহাকাশযাত্রার অনেক নেতিবাচক স্বাস্থ্যগত প্রভাব রয়েছে। ওজনহীন অবস্থা, বিকিরণ বা বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক চাপ নভোচারীদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। ইমিউন সিস্টেমও প্রভাবিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে নভোচারীরা স্লিপ স্টেশন নামে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমান। স্লিপ স্টেশনটি আকারে একটি ফোন বুথের সমান। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের শরীর স্থির রাখতে বিশেষ ধরনের স্লিপিং ব্যাগের ওপর ঘুমাতে হয় নভোচারীদের। শারীরিক এ পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁরা নিয়মিত ব্যায়াম করেন। নিয়মিত ব্যায়াম না করলে নভোচারীদের শরীরের পেশি সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি হাড়েরও ক্ষতি হতে পারে।

১৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জায়গায় শুধু ৩০ মিনিটে আসাযাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো থেকে আকাশপথে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আসতে প্রায় ১৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট লাগে। যদি মাত্র ৩০ মিনিটে এ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়, তবে কেমন হবে! আকাশকুসুম কল্পনা হলেও এমনই এক প্রকল্পের ঘোষণা কয়েক বছর আগেই দিয়ে রেখেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর এই স্বপ্ন 'এবার বাস্তব হওয়া সম্ভব', বলেছেন মাস্ক। মার্কিন এই ধনকুবের ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠজন। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি ট্রাম্পের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন, অর্থ ঢেলেছিলেন। ট্রাম্প ভোটে জিতে গেছেন। এখন মাস্ক প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামা স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে ট্রাম্পের নতুন 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি'র নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। মাস্ক ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'পৃথিবী থেকে পৃথিবী' তে মহাকাশ ভ্রমণের প্রকল্প এবার দ্রুতই বাস্তব রূপ নেবে। প্রায় ১০ বছর আগে স্পেসএক্স তাদের স্টারশিপ রকেট তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, এটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যান এবং তাদের রকেট নজিরবিহীন গতিতে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভ্রমণে সক্ষম হবে। এ নিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টারশিপ প্রতিবার এক হাজারের বেশি যাত্রী বহন করতে পারবে। সেটি আকাশ ফুঁড়ে অন্ধকার মহাকাশে নয় বরং কক্ষপথ দিয়ে পৃথিবীর সমান্তরালে উড়ে যাবে। এভাবে সেটি এক নগর থেকে অন্য নগরে যাবে। স্টারশিপে করে ভ্রমণ করতে যে সময় লাগার কথা বলা হচ্ছে, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। বলা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে টরন্টো যেতে ২৪ মিনিট, লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক যেতে ২৯ মিনিট, সান ফ্রান্সিসকো থেকে নয়াদিল্লি যেতে ৩০ মিনিট এবং নিউইয়র্ক থেকে সাংহাই যেতে সময় লাগবে ৩৯ মিনিট! ভ্রমণের এ ধারণা সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। মাস্ক বলেছেন, তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তব হলে ব্যবসায়ী ও ভ্রমণপিপাসুদের অনেক সময় বেঁচে যাবে। যদিও এ জন্য ভ্রমণকারীদের কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করতে হবে। মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

ট্রাম্পের অর্থমন্ত্রীর তালিকায় যোগ আরও দুটি নাম

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য অর্থমন্ত্রীর তালিকায় আরও দুটি নাম যুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। তাঁরা হলেন ফেডারেল রিজার্ভের প্রাক্তন গভর্নর কেভিন ওয়ারশ ও মার্কিন ধনকুবের মার্ক রোয়ান। ৫৪ বছর বয়সী ওয়ারশ প্রাক্তন বিনিয়োগ উপদেষ্টা। তিনি ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডে কাজ করেছেন। অন্যদিকে ৬২ বছর বয়সী রোয়ান বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী আধিকারীক (সিইও) হন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, টেনেসির গভর্নর ৬৫ বছর বয়সী রিপাবলিকান সিনেটর বিল হ্যাগারটিও এই দৌড়ে আছেন। গত সপ্তাহে মার-এ-লাগোতে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন হ্যাগারটি। ট্রাম্প এখনো অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেননি। তবে বিনিয়োগ ব্যাংক ক্যান্টর ফিটজেরাল্ডের সিইও হাওয়ার্ড লুটনিক ও বিনিয়োগকারী স্কট বেসেন্ট এই দৌড়ে এগিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। লুটনিক ও বেসেন্টকে নিয়ে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ভাবতে শুরু করেছেন বলে জানিয়েছে এক সংবাদমাধ্যম। বলেছে, সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ঃ বাজেট বরাদ্দ অনুসারে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। নাগিছড়ায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের আগে একটি কনফারেন্স হলের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাজেটে হর্টিকালচার দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১৩০ কোটি টাকা। দপ্তরের বেতন বহির্ভূত খাতে এই বরাদ্দ। এই টাকায় দপ্তরের কাজকর্মে এখন পর্যন্ত কতটা অগ্রগতি হয়েছে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোথায় বাধা রয়েছে, এই বাধা উত্তরণের উপায় বিশ্লেষণ করতে সোমবার নাগিছড়ায় এক পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। বৈঠকে হর্টিকালচার দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় ল, দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর ফনি ভূষণ জামাতিয়া সহ ৮ জেলার হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিভিন্ন ফসল উপাদন বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এ বছর রাজ্যে এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষ করা হবে। এতে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬০ থেকে ৬৫ মেট্রিক টন আলুর ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া পামওয়েল, আনারস, কাঁঠাল, কমলা, আম, আদা, গোলমরিচ ও বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপাদনেও পর্যালোচনা বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৈঠক শেষে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, বর্তমানে টিপিএস সিস্টেমে আলু চাষ করা হচ্ছে। এতে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৩০ মেট্রিক টন আলু পাওয়া যাচ্ছে।

Name Change

I, Abdul Hakeem Hakeem & Abdul Hakeem (old name) S/o Rejak Shah @ Adul Rajak, residing at Shibpur Power House, POS Jamuria Hot, Jamuria M, Bardhaman, Pin- 713336, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Hakeem Shah (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 14/11/2024. Abdul Hakeem Shah (new name) and Abdul Hakeem Hakeem & Abdul Hakeem (old name) all are same and one identical person.

Name Change

I, Seraj Ahmed (old name) son of Niaj Ahmed Khan, residing at 46/1B, Diamond Harbour Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700027, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Seraj Ahmed Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/11/2024. Seraj Ahmed Khan (new name) and Seraj Ahmed (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sambhudas Sukumar Das (old name) son of Sukumar Das, residing at 179/19, Gopal Lal Thakur Road, Baranagar (M), P.O.- Alambazar, P.S.- Baranagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shambhu Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/11/2024. Shambhu Das (new name) and Sambhudas Sukumar Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, NIPEN CH ROY,SON OF BINOD BEHARI ROY, RESIDING AT GILAPOL, RANAGHAT, NADIA - 741247, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NRIPENDRA CHANDRA ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT NIPEN CH ROY AND NRIPENDRA CHANDRA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, HAFIJA SEKH,WIFE OF SEKH JANEALAM, RESIDING AT HARNARAYANPUR, MAJU, JAGATBALLAVPUR, HOWRAH - 711414, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH HAFIJA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT HAFIJA SEKH AND SEKH HAFIJA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MEGHA CHOWDHURY,SON OF UTTAM CHOWDHURY, RESIDING AT 24A,AVENUE EAST,MODERN PARK, SANTOSHPUR,PS - SURVEY PARK, KOLKATA - 700075,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEGGHA CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT MEGHA CHOWDHURY AND MEGGHA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammed Abdul Razzak Gazi (old name) S/o Chhailddin Gazi, residing at Vill.- Hosenpur, P.O.- Nurpur, P.S.- Minakhan, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Rajjak Gazi (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas on 02/11/2023. Abdul Rajjak Gazi (new name) and Mohammed Abdul Razzak Gazi (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ZAHIR ABBAS DHABAK,SON OF BANIAMIN DHABAK, RESIDING AT KAYA,MAMJOAN,HANSKHALI ,NADIA-741121, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHIR ABBAS DHABAK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT ZAHIR ABBAS DHABAK AND JAHIR ABBAS DHABAK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Tufan Kumar Bala (old name) son of Tushar Bala, residing at Vill-Chuadanga, Nataberia, Bagdah, Dist-North 24 Pgs , Pin- 743297, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tufan Bala (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/11/2024. Tufan Bala (new name) and Tufan Kumar Bala (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, KUMBESWARAN SRIDHAR,SON OF K KUMBESWARAN, RESIDING AT 4A PARASAR ROAD,PO - SARAT BOSE ROAD,PS - TOLLYGUNGE, KOLKATA-700029, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS K SRIDHAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT KUMBESWARAN SRIDHAR AND K SRIDHAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ashis Bala S/o Harashit Chandra Bala Residing at 44,Ahalyangar, Near Ahalyangar Rikshaw Stand, P.o - Mukundapur, P.s - Purba Jadavpur, District - Kolkata Pin-700099 West Bengal India shall henceforth be known as Ashis Kumar Bala. I declare that Ashis Bala and Ashis Kumar Bala is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-11-2024.

Name Change

I, Abhisek Singh S/o Late Bijay Singh Residing at 3rd - FR,FL- 3-B, 114 (24) Ramkrishna Sarani (Behala), P.o+P.s - Parnasree, District - Kolkata Pin-700060 West Bengal India shall henceforth be known as Abhishek Singh. I declare that Abhisek Singh and Abhishek Singh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-11-2024.

Name Change

I, KADAR MONDAL (Old Name) S/O PATAL MONDAL, Residing at Kalinagar Purbapara, Dhubulia, P.O.-Rupdaha, P.S.-Dhubulia, Nadia, Pin-741140, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KADAR ALI MONDAL (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class Alipore vide affidavit Dated 30-10-2024, KADAR MONDAL (Old Name) and KADAR ALI MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anupa Gangopadhyay W/o Arijit Gangopadhyay Residing at Shree,2, Sahid Dinesh Gupta Road, Mohua Boutique, Behala, Kolkata -700034 West Bengal India shall henceforth be known as Anupa Ganguly. I declare that Anupa Gangopadhyay and Anupa Ganguly is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-11-2024.

Name Change

I, Moon Moon Bala W/o Ashis Kumar Bala Residing at 44,Ahalyangar, Near Ahalyangar Rikshaw Stand, P.o - Mukundapur, P.s - Purba Jadavpur, District - Kolkata Pin-700099 West Bengal India shall henceforth be known as Munmun Bala. I declare that Moon Moon Bala and Munmun Bala is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-11-2024.

বড়দিনের আগেই নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ ইকো পার্কের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ নতুন বছরের শুরুতেই অর্থাৎ রাভা জনজাতির সবথেকে বড় অনুষ্ঠান আগামী ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন। আর তার আগেই খুলে যাওয়ার আভাস মিলছে ডুয়ার্সের জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মোরাঘাট রেঞ্জ লাগোয়া খুকলুঙ বনবস্তিতে অবস্থিত গোসাইরহাট ইকোপার্ক ও পক্ষী পরিচিতি কেন্দ্রটি। ২০০৭ সালে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত গোসাইরহাট ইকোপার্ক ও পক্ষী পরিচিতি কেন্দ্রটি। যা ডুয়ার্সের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও হাজারো পরিযায়ী পাখির কলরবে এক সময় গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে পিকনিক স্পট হিসাবে প্রত্যেকের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছিল। অভিযোগ বনদপ্তরের খামখেয়ালিপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘ একটা সময় বন্ধ হয়েছিল এই পার্কটি। বনদপ্তরের তরফে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল সাধারণ পর্যটকদের জন্য। তবে প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্য্য ও পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা কোনোভাবেই কমেনি। একাধিকবার স্থানীয় থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমী এমনকি পর্যটন ব্যবসায়ীরা এই পার্ক খোলার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। আমরা সে খবর বহুবার তুলে ধরেছিলাম। তারপর একে একে কেটে গেল বহুবছর। পার্কের ভেতরে বাইরে থাকা সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যেন ভুতুড়ে বাড়ির আকার নিয়েছিল গোটা এলাকাতে। এই পার্ক সংলগ্ন এলাকাটি মূলতঃ তিনটি রাভা গ্রাম নিয়ে, গোসাইরহাট বস্তি, মেলাবস্তি ও খুকলুঙ্গ বন বস্তির মানুষের বসবাস। জীবন জীবিকা বলতে জঙ্গলের জ্বালানি কাঠ ও কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে এই তিন গ্রামের বাসিন্দারা। পার্কটি খোলার সময় কর্মসংস্থান পেয়েছিল এই গ্রামের বহু মানুষ। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে গিয়েছিল প্রত্যেকেই। এদিন আচমকায় লক্ষ্য করা গেল, পার্কের সংশ্লিষ্ট সমস্ত এলাকা পরিষ্কার করা হচ্ছে। পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল নতুন করে লাগিয়ে রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে গুঞ্জন পুনরায় খুলে যাচ্ছে ইকোপার্ক। যদিও এই বিষয়ে বনদপ্তরের তরফে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যেই খুলতে পারে পর্যটকদের জন্য এই পার্ক। এদিকে গ্রামের উপপ্রধান তথা রাভা জনজাতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব রবি রাভা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আসন্ন ডিসেম্বর মাসেই খুলতে চলেছে। আবারো প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। প্রচুর মানুষের সমাগম হবে পর্যটকরা ভিড় করবে। কার্যত খুশি মেজাজে রাভা জনজাতির মানুষ। তবে বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গেছে। পার্কে পর্যটকরা কোন বড় গাড়ি নিয়ে ঢুকতে গেলে প্রথমেই হোঁচট খেতে হবে ননাই নদীর উপর অবস্থিত দোলনার ব্রিজ নিয়ে। যে ব্রিজ বড় করে তোলার দাবি দীর্ঘদিনের। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একদিকে যেমন রাভা জনজাতির মানুষ অপেক্ষায় রয়েছে পাশাপাশি পর্যটকরাও অপেক্ষায় রয়েছে কবে খুলে দেওয়া হবে এই পার্কটি আবার নতুনভাবে।

চিতা বাঘ আটক

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৮ নভেম্বর ঃ ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের হোপ চা বাগানে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় আটক হলো এক সাব অ্যাডাল্ট চিতাবাঘ। চাবাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব ছিল। শ্রমিকদের দাবি মেনে বনদপ্তর খাঁচা পেতেছিল। খাচা পাতার কয়েকদিনের মধ্যেই সোমবার সকালে শ্রমিকরা চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পায়। কাছে যেতেই দেখে খাঁচায় আটকে পড়ে গর্জন করছে চিতাবাঘ। নিমেষের মধ্যে এমন খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জকে। বন কর্মীরা এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে নিয়ে যান। বন দপ্তরের খুনীয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, সাব এডাল্ট ওই বুনোটিকে এদিনই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি/ইএল/২২/২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি/ইএল/২২/২৪-২৫, কাজের নাম ঃ** ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, ফালাকাটা, দিনহাটা ও নিউ মাল জং. স্টেশনে ১৩০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,৮৪,৯০,১০৬.৬০/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৪,৯২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e – Tender Notice

e-Quotation is invited for works as follows :

1. Name of work:- Comprehensive maintenance and operation of 16 nos. Ductible split type Air conditioning Machines (8.75 Ton-09 Nos. 5.5 Ton-7 nos.) Installed at HRBC Bhavan (Ground floor to 3rd Floor) and Quality Control Building (Ground floor to 2nd Floor) under HRBC for the period of 1st December 2024 to 30th November 2025 i.e. 12 months.
   Tender ID -2024_HRBC_770206_1
2. Name of work:- Annual Maintenance of 11 Nos. fountains at Garden in front of HRBC Bhaban under Hooghly River Bridge Commissioners for 12 months.
   Tender ID -2024_HRBC_770206_2

e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/17/24-25

Last date of submission of bid (online) is **26.11.2024** up to 10.00 AM.

Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 02/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application & opening is **28.11.2024 up to 2.00 pm**. Others details may be seen from the office notice board and also in **website www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction
Sub-Division No-III
Baliguri, Tarakeswar, Hooghly

রেশন দোকানে দাঁতালের হানা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ সোমবার সকালে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানে ঢুকে পড়ে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি। এরপর চা বাগানের রেশন দোকানে হানা দেয় হাতিটি। ভেঙে দেয় রেশন দোকানের গোডাউন। গোডাউনে মজুদ খাদ্য সামগ্রী সাবার করে হাতিটি। বেশ কিছুক্ষণ গোডাউন তছনছ করে। লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় বামনডাঙ্গা চা বাগানে। বেশ কিছুক্ষণ হাতিটি ওই এলাকায় তান্ডব চালায়। এরপর স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে জঙ্গলের পথে রওনা হয় দাঁতালটি। অন্যদিকে, রবিবার রাতেও নাগরাকাটা থানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি।

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER

1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-14(01)/2024-25 3rd Call, Date: 18.11.2024. 2. Bid submission start date: **18.11.2024 at 18:30 Hrs**. **3.** Bid submission closing date: **26.11.2024 at 12:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the
Balarampur Panchayat Samity
P.O.-Rangadih, Dist.- Purulia, Pin- 723143 (W.B.)
E-mail- bdo.balarampurnew@gmail.com Website: balarampurblock.in

CANCEL NOTICE

Due to unavoidable circumstances the E-tender Notice No.: WB/EO/BLR/02-2024-25 to WB/EO/BLR/08-2024-25 which published on 15.11.2024 of the Balarampur Panchayat Samity has been cancelled.

Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121

e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-**2181/BPM/N-174/2024;(Closing date-27/11/2024,11.00 AM), NIT No.-2182/BPM/N-175/2024; NIT No.-2183/BPM/N-176/2024;(Closing date-05/12/2024,11.00 AM)**. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের রূপোর মুখ তৈরি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের ভক্তদের জন্য সুখবর। সারাবছর এবার বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের মন্দিরে মায়ের মুখ দর্শন সম্ভব হবে। প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের রূপোর বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের মুখ তৈরি হয়েছে, যা ভক্তদের জন্য সারা বছর মায়ের মন্দিরে মায়ের বেদীতে রাখা থাকবে। এই রূপোর মুখ তৈরিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় চার লক্ষ টাকা। আগামী ২২ নভেম্বর শুক্রবার বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের বার্ষিক পুজো। প্রতিবছর মায়ের বার্ষিক পুজোতে তিন দিন পুজোর শেষে মায়ের প্রতিমা মন্দির সংলগ্ন পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়, ফলে বছরের বাকি সময় মায়ের ভক্তরা মায়ের মুখ দর্শন করতে পারেন না। পুজো কমিটি এই সমস্যা মেটাতেই মায়ের রূপোর মুখ তৈরি করার উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও এই বছর বোল্লা রক্ষা কালী মায়ের প্রতিমায় নতুন অলংকার যোগ হতে চলেছে। পুজো কমিটি সূত্রে জানা গেছে - মায়ের নতুন অলংকারগুলির মধ্যে থাকছে ১০০ গ্রাম ওজনের সোনার জিহ্বা এবং ৮ ফুট দীর্ঘ রূপোর নরমুন্ডমালা। এবছর মায়ের প্রতিমায় সোনা ও রূপো সব মিলিয়ে মোট প্রায় ৩০ কেজি ওজনের অলংকার পড়ানো হবে। মায়ের পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে - ভক্তদের আবেগের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের রূপোর মুখের পাশাপাশি নতুন অলংকার মায়ের মহিমাকে আরো প্রসার ঘটাবে বলে মনে করছেন মায়ের ভক্তরা।

স্বাস্থ্য পরিসেবার বিকাশে রাজ্য সরকারের পাশে রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সহমতের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির ক্ষেত্রে এক যোগে কাজ করবেন রাজ্যের নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আজ বোলপুরে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এমনই সিদ্ধান্তের কথা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এক জায়গায় এনে একটি সোসাইটি গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ প্রাথমিকভাবে কমিটির কিছু সদস্য স্থির হলেও আগামী সাতদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রেক্ষাগৃহে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতালের মালিক ও কর্তৃপক্ষ এই কনভেনশনে যোগ দেন। এই সমাবেশের আহ্বায়ক তাহের শেখ জানান, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাত বছর আগে PNHA গঠিত হয়েছিল। বাকি সকলের মত আমারও এই স্থির বিশ্বাস ছিল যে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সার্বিক মানোন্নয়নে এবং পেশাগত অন্যান্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণ করতে পারবো। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে সংগঠনটি সকলের না হয়ে মাত্র তিনজনের সংগঠন হয়ে উঠলো। ট্রাস্ট ডিডের মাধ্যমে সেই তিনজনই সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। সেখানে আর কোন মেম্বার থাকলেন না, বা অন্য কারো কোন কথার গুরুত্ব কখনো দেওয়া হলো না। বারবার এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোন সুরাহা হয়নি। বরঞ্চ দিনের পর দিন সকলের মতামতকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সকলকে মেম্বারশিপ দেওয়ার অধিকার সহ সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন, আমার কাছে ওনারা এই কলেজ কে ভেনু হিসাবে করার প্রস্তাব দেন। আমি সম্মতি দি। সেই মতো আজকের এই মিটিং হয়। তিনি বলেন, বহু জায়গা থেকে পূর্বতন সংগঠন নিয়ে অনেক আইনত আপত্তির কথা বলা হয়। আমরা দেখলাম সকলকে সাথে নিয়ে চলার জন্য সোসাইটি গঠন করা দরকার। তাই আমরা আজ তার প্রাথমিক একটি কমিটি গঠন করেছি। দীপাবলি - কালী পুজোর জন্য অনেকে আসতে পারেননি - তাই আগামী সাতদিনের মধ্যে আমাদের কমিটি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের সমাবেশ থেকে আমরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ও সহমতের ভিত্তিতে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, বলে জানান মলয়বাবু। এদিনের সমাবেশে শতাধিক নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অংশ নেন। আগামীদিনে সোসাইটি গঠনের পরেই কলকাতায় এক বড় সমাবেশের আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান আয়োজকেরা।

পাবলিক নোটিশ

আমি, সাহনাজ খাতুন স্বামী-মোঃ সোহেল আহমেদ, বাসিন্দা -২৫ নতুন নগর, বিবি ট্যাঙ্ক রোড, পোঃ -ব্রেস ব্রিজ, পিএস -মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০০৮৮ কিনেছেন একটি জমি / সম্পত্তি যেটা (এক) কাঠা ৬ (ছয়) ছাতক জমি এ দাগ নং-৪৭৬, খতিয়ান নং-৯৭৮ এ মৌজা-গোপালপুর, জেএল নং-১, পরগনা- বালিয়া, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারের কাছ থেকে নীচে বর্ণিত সময়সূচী (১) পার্থ দাস- প্রয়াত হৃষিকেশ দাসের ছেলে (২) কুণাল দাস_প্রয়াত- হৃষিকেশ দাসের ছেলে (৩) কল্পনা দাস- প্রয়াত হৃষিকেশ দাসের স্ত্রী (৪) রানু ধর- গৌতম ধর-এর স্ত্রী দলিল নং- IV-00350 তারিখ ০২।০৫।২০১১ সিরিয়াল নং- 03778 তারিখ ০২।০৫।২০১১ এই জমিতে কারো কোনো আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে A.D.S.R বেহালা কলকাতাকে জানান। আমি মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছি এবং একটি পাবলিক নোটিশ করেছি।

তারিখঃ১২-১১-২০২৪

DHULASIMA GRAM PANCHYAT
NOTICE INVITING E-TENDER

Office of the Dhulasimla Gram Panchayat **Nit no.- 51 to 54** Published date: **19/11/2024 at 11.00 AM.** Bid Submission End date- **26/11/2024 at 11.30 AM.** Opening Date: **28/11/2024 at 11.30 AM. https://www.wbtenders.gov.in**

পুষ্প ছেত্রীর হত্যা মামলার অভিযুক্ত ভাড়াটে খুনি অভিষেককে আদালতে তোলা হল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ পুষ্প ছেত্রীর হত্যা মামলার অভিযুক্ত ভাড়াটে খুনি অভিষেক দর্জিকে চেন্নাইয়ে গ্রেপ্তারের পর সোমবার কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। রবিবার তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন, মৃত পুষ্প ছেত্রীর বিক্ষুব্ধ স্বজনরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত কক্ষে দর্জিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং নিরাপদে দার্জিকে পরিবহনের জন্য একটি পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোয়ার ভানু নগরের বাসিন্দা পুষ্প ছেত্রীকে পূর্ব পরিকল্পিত চুক্তি হত্যার অংশ হিসেবে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে যে পাঞ্জাবে নিযুক্ত আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য অরুণ পাউডেল তার স্ত্রী প্রতীক পাউডেলকে নিয়ে এই হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক শেষ করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পুষ্পাকে নির্মূল করার জন্য দম্পতি একটি কন্ট্রাক্ট কিলারকে ১ লাখ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। হত্যাকাণ্ডের পর, ভক্তি নগর পুলিশ প্রাথমিক ভাড়াটে ঘাতক প্রতীক পাউডেল এবং রুস্তম ভিস্কর্মাকে গ্রেপ্তার করে এবং পরবর্তীকালে অভিষেক দর্জিকে গ্রেপ্তার করে, এই অপরাধের সাথে জড়িত দ্বিতীয় চুক্তি খুনি। পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, এবং মামলার সাথে আরও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশা করা হচ্ছে।

১২০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এপি/ইএল/২১/২৪-২৫, তারিখ: ১১-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, **টেন্ডার নং. :** এপি/ইএল/২১/২৪-২৫; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম জং., ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর স্টেশনে ১২০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৬,৩৯,৩৯,৫০৬.৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,৬৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ০৬-১২-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জয়গাঁয় শিক্ষক খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর ঃ ধার নিয়ে শোধ দেননি শিক্ষক। বদলা নিতে নৃশংসভাবে খুন করা হল তাঁকে। গোপনাঙ্গ কেটে মুখে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশেষে এই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ারের পুলিশ। রবিবার রাতে জয়গাঁ থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলেন পান্ডু রাই এবং বিজয় সুব্বা। সোমবার তাদের আদালতে তুলে ১৪ দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পান্ডু রাই দাগি আসামী। তার বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর জয়গাঁ এলাকায় খুন হয়েছিলেন এক শিক্ষক। তাঁর গোপনাঙ্গ কেটে মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই খুনের ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। মাত্র ৪ দিনের মধ্যে সেই খুনের কিনারা করল পুলিশ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথের দাবি, ২০ হাজার টাকার জন্যই তাঁকে খুন করা হয়েছে। কিছুদিন আগে তিনি টাকা ধার করেছিলেন কিন্তু সেই টাকা শোধ করেননি। তা নিয়ে দিন কয়েক ধরে বাদানুবাদ চলছিল। খুনের রাতে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু টাকা না দেওয়ায় এই হত্যাকাণ্ড। তবে তিনি কী কারণে টাকা ধার করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। আর কেউ এর সঙ্গে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

যুব তৃণমূল নেতার গাড়ির পেছনে স্করপিওর ধাক্কা, ষড়যন্ত্র করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ নভেম্বর ঃ যুব তৃণমূল নেতার গাড়িতে পেছন থেকে সজরে স্করপিওর ধাক্কা। গুরুতর আহত যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। ষড়যন্ত্র করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ পরিবারের। বিস্ফোরক অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশ বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ করার চেষ্টা করেছে। পাল্টা কটাক্ষের তীর বিজেপির। ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে করে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি পূজন দাস সদর এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে একটি স্করপিও তার গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান দাপুটে যুব নেতা পূজন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে। পরবর্তীতে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতলে রেফার করা হয়েছে। তার অনুগামী এবং পরিবারের অভিযোগ তৃণমূলের মধ্যে থেকেই ষড়যন্ত্র করে পূজনকে খুনের চেষ্টা হয়েছে। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ হয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি এটা তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ। বিজেপি এই সবে যুক্ত নেই। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘাতক গাড়িটি আটক করা হয়েছে। তৃণমূল কর্মী অসীত দাস বলেন, আমরা আসছিলাম গাড়ি করে। পেছন থেকে এসে ধাক্কা মেরেছে। মাথায় বুকে লেগেছে। এটা দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দাদা চন্দন দাসের দাবি, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলের একাংশ ষড়যন্ত্র করেছে। খুনের চেষ্টা করেছে। এখন চাঁচল হাসপাতালে রেফার করেছে। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান জানান, আমি শুনতে পেলাম দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। ষড়যন্ত্র যদি করে থাকে আইন ব্যবস্থা নেবে। সেটা দলের হোক বা দলের বাইরের। বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়া জানান, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফল। নিজেরাই সেটা অভিযোগ করছে। এখানে আমাদের কোন ব্যাপার নেই।

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity) Burdwan
Burdwan, PIN: 713424
NIeT No. WB/Khandaghosh/SGP/eNIT-09(2024-25)

Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat Khandaghosh Panchayat Samity for 2 (Two) work (Construction of Concrete Road) at 2 (Two) different places. Last date of submission of Bid (online) **22/11/2024 up to 16.00 Hrs.** Date of Opening of Bid (online) **25/11/2024 at 16:00 Hrs.** For details please visit Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

১০০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/২৮/২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা.** এপি/ইএল/২৮/২৪-২৫। **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- দলগাঁও, হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার এবং কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে ১০০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫,৫০,৫২,৫০৬.৬০ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,২৫,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি. আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সার নিয়ে কালোবাজারি রুখতে সরকারের নজরদারি

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ রাজ্যে আলুর বীজ বপনের চলতি মরশুমে সার নিয়ে কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। আলু চাষের জন্য ব্যবহৃত এনপিকে সারের চাহিদার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে বাজারে এই সারের দাম কৃত্রিম ভাবে না বাড়িয়ে দেয় তা দেখতে বলা হয়েছে। এ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি ব্লকে কৃষকরা নায্যমূল্যে আলু চাষের জন্য এনপিকে সার, বাজার থেকে পাচ্ছেন কিনা তা দেখতেও কৃষি দফতর জেলা গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এজন্য সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতিটি ব্লকে কৃষি আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। সার সরবরাহ ঠিক আছে কিনা, কালোবাজারি হচ্ছে কিনা, এই নিয়ে কৃষকদের কোনও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কিনা। তা পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/015/16/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of Pivee and Bath at 247, 250 A. P. C. Road, 27 Munshipara Lane, 2, 3 N. B. M. Road, 13 H. Z. Lane, 26 Canal West Road etc. in Ward No. 15.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,139.90.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/12/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of Privey and Toilet at 3, 5 Sashi Sur Lane, 5, 6 Bipradas Dey Lane, 5 Nather Bagan Lane, 18, 22 Nather Bagan Street etc. in Ward No. 19.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,828.90.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/11/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of collapsed sewer line at Goabagan Street, Sahitya Parishad Street, Pearabagan Gali and others in Ward No. 16.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,906.05.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/13/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing doors of FRPF and PVC at 19 Goabagan Street, 33, 34 Gorachand Bose Road, 9/3, 9/4 Peary Mohan Sur Lane and other Bustees in Ward No. 16.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,816.99.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 2 to 4].** Last date and time of submission of bid: **30.11.2024 up to 11 a.m. [Sl. No. 1 to 4].** Bid will be opened on: **02.12.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details will be available on and from **19.11.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/13/30/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrine at 5, 10, 14 etc. Uzir Chowdhury Road and surrounding areas in Ward No. 13.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,952.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/33/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of sewer at 6/1 K. M. Road, 8/2/H/19, G. D. G. Lane, 5/2 U. C. Road and different places in Ward No. 13.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,819.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/30/17/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of latrines at A. B. Lane, M. B. Lane and at different places in Ward No. 30.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,589.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/32/28/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of passage at 19/22, C. C. Road, 156 M. M. Road, 62 M. M. Road and different lacations in Ward No. 32.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,549.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of completion: **30 days [For Sl. No. 1 to 4].** Last date and time of submission of bid: **29.11.2024 upto 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** Date and time of opening of bid: **02.12.2024 after 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/39/PIT COVER/2024-2025
Name of the Work: **Supplying and fixing MH, GP, CP, Covers as and where required within 24 hours in Ward No. 50.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,808.25.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/38/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. and Paver Block Footpath at Natobar Dutta Row, Ramnarayan Motilal Lane and different places in Ward No. 50 under Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,976.93.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/35/2024-2025/(2nd Call)
Name of the Work: **Restoration of road and footpath to be disturbed by CESC at A. J. C. Bose Road, Creek Row in Ward No. 50.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,54,968.13.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **29.11.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender: **02.12.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/27/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of IPS passage at 53 A. P. C. Road with adjacent artea in Ward No. 37 under Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,47,846.81.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **28 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/27/2024-2025
Name of the Work: **Thorough repairing of sewer line from 14/1 to 17 Ramkanth Mistry Lane in Ward No. 40, Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,95,950.73.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **03.12.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 4 & 5].** Date and time of opening of tender: **05.12.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 4 & 5].** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : X/089/039/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Improvement of under ground sewerage system near Premises Nos. 17, 45/A K. P. Roy Lane etc. (Slum Area) in Ward No. 89, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,189.95.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **28.11.2024 at 12 noon.** Date and time of opening of bid: **30.11.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/132/024/24-25/R (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of bituminous road at U. B. Road, near Premises No. Flat-7, 8, in Block-1, Flat-21 in Block-5 (U. B. Road) and at B.L.T. Road near Premises No. 42A, 42F, 11/3, 11/8 etc. in Ward No. 132.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,27,947.10.** Earnest Money: **Rs. 6,600.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.11.2024 upto 5 p.m.** Tender will be opened on: **29.11.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/029/24-25/PARK
Name of the Work: **Maintenance of KMC Park at Bramhapada Park in Ward No. 125 under Br.-XVI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,67,142.04.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **28.11.2024 at 12 noon.** The tender will be opened on: **30.11.2024 at 12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/039/24-25/park
Name of the Work: **Maintenance of KMC Park at Diamond Park by plantation of different trees, manure, good earth and other minor civil work in Ward No. 143.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,84,113.12.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time submission of bid: **29.11.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.11.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/055/24-25/PARK
Name of the Work: **Maintenance of KMC Park by plantation, carried earth and minor civil work at Silpara Park in Ward No. 125.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,73,652.31.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time submission of bid: **30.11.2024 at 12 noon.** The tender will be opened on: **02.12.2024 at 12 noon [For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

866/24-25

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ অস্ট্রেলিয়ার

ওভাল, ১৮ নভেম্বরঃ কম রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজ জিতল ৩-০ ব্যবধানে। মার্কাস স্টোইনিসের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ভর করে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান। সেই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। এই ম্যাচে মহম্মদ রিজওয়ান না খেলায় পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন আঘা সলমন। বাবর আজমের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন সাহিবজাদা ফারহান। তিনি মাত্র ৯ রান করেন। দ্বিতীয় উইকেটে বাবরের সঙ্গে জুটি বেধে বেশ কিছুটা রান করেন হাসিবুল্লা খান (২৪)। তিনি ফিরতেই পাকিস্তানের ব্যাটিং ধসে পড়ে। বাবর (৪১) ছাড়া কেউই বলার মতো রান করতে পারেননি। ১৮.১ ওভারেই ১১৭ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিন উইকেট অ্যারন হার্ডির। দু'টি করে উইকেট স্পেন্সার জনসন এবং অ্যাডাম জাম্পার। অস্ট্রেলিয়াও শুরুতে হারিয়েছিল ম্যাথু শর্টকে (২)। ৩০ রানের মধ্যে ফিরে যান জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্কও (১৮)। তবে অধিনায়ক জস ইংলিস জুটি গড়েন স্টোইনিসের সঙ্গে। ইংলিস ধীর গতিতে খেললেও চালিয়ে খেলেন স্টোইনিস। পাঁচটি চার এবং পাঁচটি ছয়ের সাহায্যে ২৭ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৫২ বল বাকি থাকতে জেতে অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই নিয়ে টানা সাতটি টি-টোয়েন্টি জিতল তারা। ম্যাচের সেরা স্টোইনিস বলেন, ''ভাল উইকেট ছিল। রান করতে পেরে ভাল লাগছে। আমরা ভাল বল করে ওদের কম রানে আটকে রাখতে পেরেছি।''

মেগা নিলামের আগে ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন ফিরে পেলেন শ্রেয়স আইয়ার

মুম্বই, ১৮ নভেম্বরঃ ঠিক ৫ দিন পর সৌদি আরবের জেড্ডায় দেশ-বিদেশের একঝাঁক ক্রিকেটারের ভাগ্যপরীক্ষা হবে। কারণ ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সেখানে বসবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মেগা নিলাম। এ বারের বড় নিলামের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রে শ্রেয়স আইয়ার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের চ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেনকে দলে টানার জন্য নিলাম টেবলে যে ধুন্ধুমার লড়াই হবে, তা ক্রিকেট প্রেমীদের মুখে মুখে ঘুরছে। কোন টিমে ২০২৫ সালের আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে শ্রেয়সকে, তা

জানতে আর কয়েকটা দিন দেরি রয়েছে। তার আগেই এ বার ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন ফিরে পেলেন শ্রেয়স। আসলে এ মাসের ২৩ তারিখ থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফি। তার জন্য এ বার স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সেখানেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। এই টুর্নামেন্টে তাঁর অধীনে খেলবেন রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বই টিমকে নেতৃত্ব দেওয়া অজিঙ্ক রাহানে। এই টিমে চমক পৃথ্বী শ। রঞ্জি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ফিটনেস ইস্যুর পর পৃথ্বীকে স্কোয়াড থেকে বাদ দিয়েছিল মুম্বই। তাঁকে এ বার রাখা হয়েছে সৈয়দ মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের টিমে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, ''পৃথ্বীর ফিটনেস এবং যখন তিনি মাঠে থাকবেন, তাঁর দৌড়ের দিকে নজর দিতে হবে। এমসিএ-র একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এবং কোনও নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের জন্য তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।'' মুম্বইয়ের সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির স্কোয়াডে নেই ভারতের টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নাম। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩-১ ব্যবধানে টি-২০ সিরিজে টিম ইন্ডিয়া হারানোর পর স্কাই ড্রেসিংরুমে জানিয়েছিলেন, তিনি এ বার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন। কিন্তু মুস্তাক আলি ট্রফির জন্য টিমে তাঁর নাম না দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই টুর্নামেন্টের শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। কারণ, তাঁর বোন দিনাল যাদবের বিয়ে। পারিবারিক অনুষ্ঠান মিটিয়ে নেওয়ার পর তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা যাবে বলেই শোনা যাচ্ছে।

আজ শহরে আসছেন হেক্টর, খেলবেন নর্থইস্ট ম্যাচ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ ডার্বি ম্যাচের স্মৃতি এখন অতীত। নতুন উদ্যমে আইএসএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। শনিবার থেকে ক্লেটন সিলভাদের নেতৃত্বে অনুশীলন শুরু হলেও অনুপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলে থাকা আনোয়ার আলি এবং জিকসন সিং। তাদের ছাড়া দলের বাকি ভারতীয় ফুটবলাররা ইতিমধ্যেই লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গিয়েছিল দলের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তেকে নিয়ে। ইমামি ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সের অন্যতম স্তম্ভ হেক্টর ইউস্তে চোট পেয়েছিলেন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে নাজমেহ এফসির বিপক্ষে খেলতে গিয়ে। প্রথমে তার চোট তেমন গুরুতর মনে না হলেও, দলের ভারতে ফেরার পর তার শারীরিক পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসার জন্য স্পেনে পাঠানো হয়। নিজের দেশে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ হেক্টর। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি আদৌ কবে কলকাতায় ফিরবেন এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন কিনা। বিশেষ সূত্রের খবর, আগামী মঙ্গলবার ভোরে শহরে পা রাখবেন এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। কলকাতায় এসে সামান্য বিশ্রামের পর তিনি দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। হেক্টর ইউস্তে কলকাতায় ফিরলেও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি খেলবেন কিনা তা এখনও চূড়ান্ত নয়। দলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজন জানিয়েছেন, হেক্টরের মেডিকেল রিপোর্ট এবং ফিটনেস পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পরেই ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে হেক্টরের উপস্থিতি দলের ডিফেন্সকে অনেকটাই শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন কোচ। ডার্বি হারের পর স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজন নতুন করে দলকে গুছিয়ে নিতে চাইছেন। আইএসএলে ছয়টি ম্যাচে হারের পর দলের অবস্থা কিছুটা খারাপ হলেও, টপ সিক্সে থেকে প্লে-অফে পৌঁছানোর স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। তবে সেটি সম্ভব করতে হলে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় অত্যন্ত জরুরি। স্প্যানিশ কোচ জানিয়েছেন, ''আমাদের পরবর্তী ম্যাচে জয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। হেক্টরের প্রত্যাবর্তন দলকে বাড়তি শক্তি দেবে।'' এদিকে, সোমবার দলের সঙ্গে যোগ দিলেন মাদিহ তালাল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস এবং দলের অন্যান্য বিদেশি ফুটবলারদের ব্যাপারে কোনো আপডেট আসেনি। তবে ব্রুজন আশাবাদী, নর্থইস্ট ম্যাচের আগে অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলার দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

কিউয়িদের কাছে চুনকাম হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত

তবু ব্যাটার, বোলারদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত দুই কোচ!

পারথ, ১৮ নভেম্বরঃ সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। গত মাসেই ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারত। ০-৩ হারের সেই লজ্জার পরেই অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে ভারতীয় দল। ২২ নভেম্বর থেকে পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে তারা। ভারতীয় ব্যাটারেরা যে ধাক্কা পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেনি তা প্রস্তুতি ম্যাচে দেখা গিয়েছে। বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থেরা ছন্দে নেই। তার পরেও দলের ব্যাটার, বোলারদের নিয়ে ডগমগ সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার ও বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নিজেদের মধ্যেই ম্যাচ খেলেছে ভারত। সেই পরিকল্পনা কাজে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া আসার আগে গৌতি ভাই ও রোহিতের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম তিন দিন ধরে নিজেদের মধ্যে খেলব। অভিজ্ঞদের দেখে যাতে তরুণেরা শিখতে পারে সেই কারণেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'' প্রস্তুতির শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ সামলাতে একটু সমস্যা হচ্ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। কয়েক দিন সেখানে থাকার পরে সেখানকার পরিবেশ তারা অনেক ভাল কাজে লাগাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি

বলেন, ''আমরা ঠিক করেছিলাম প্রথম দিন যারা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবে তাদের দ্বিতীয় দিন আরও এক বার সুযোগ দেওয়া হবে। পরের সুযোগে তারা অনেক ভাল খেলেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওরা যত বেশি ব্যাট করবে তত ভাল খেলবে।'' শুধু ব্যাটারদের নয়, পারথে নামার আগে দলের বোলারদের অনুশীলন দেখেও খুশি অভিষেক। প্রত্যেকে লম্বা স্পেল করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিষেক বলেন, ''একটা দিন বোলারদের জন্য রেখেছিলাম। প্রত্যেকে অন্তত ১৫ ওভার বল করেছে। বুমরা ১৮ ওভার বল করেছে। এখানকার উইকেটে কী ভাবে বল করতে সেই ধারণা ওদের হয়েছে।'' বোলারদের নিয়ে খুশি দলের বোলিং কোচ মর্কেলও। এখনও তিন বার অনুশীলন করবে ভারত। তাতে তাদের ছন্দ আরও ভাল হবে বলে মনে করেন তিনি। মর্কেল বলেন, ''বোলারদের পরিশ্রম দেখে আমি খুশি। ওরা পরিবেশ ভাল করে কাজে লাগিয়েছে। আরও তিন বার অনুশীলন হবে। সেই সময়ই ম্যাচের পরিকল্পনা সেরে নেব। ২২ তারিখ নিজেদের সেরা বোলিং আক্রমণ নামাব আমরা।'' পারথে প্রথম টেস্টে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও ব্যাটার শুভমন গিলকে পাচ্ছে না ভারত। শুক্রবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন রোহিতের স্ত্রী রীতিকা। তাই দেশেই রয়েছেন তিনি। রোহিতের বদলে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন বুমরা। অন্য দিকে চোট পেয়েছেন শুভমন। তাঁর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের হাড়ে চিড় ধরেছে। তাই প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না তিনি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে ভারতকে সিরিজ জিততেই হবে। কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে চ্যালেঞ্জ খুব কঠিন। এই পরিস্থিতিতে হয়তো ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতেই তাঁদের প্রশংসা করেছেন দুই কোচ।

অস্ট্রেলিয়াতেই ফিরবেন বিরাট, প্রত্যাশা সানির

মুম্বই, ১৮ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়নই চেনেন চ্যাম্পিয়নকে! বিতর্ক যতই থাকুক, যতই চলুক সমালোচনা, বিরাট কোহলি যে প্রবল ভাবে ফর্মে ফিরতে চলেছেন, তার আভাস দিয়ে রাখলেন সুনীল গাভাসকর। অনেক দিন সেঞ্চুরি পাননি। চলতি বছর গড় ২২.৭২। ঘরের মাঠে শেষ দুটো সিরিজে সর্বোচ্চ ৯১। তবু বিরাটকে নিয়ে আশাবাদী গাভাসকর। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বিরাটের গড় ৫৪.০৮। সানির মন্তব্য, ''নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান পায়নি বলেই ওর মধ্যে প্রবল খিদে থাকবে। গত সফরের অ্যাডিলেড টেস্টটা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুরো টিম ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিরাট দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ করেছিল। অ্যাডিলেড বিরাটের ঘরের মাঠের মতো। এই পারথে কিন্তু ২০১৮-১৯ মরসুমে একটা দারুণ সেঞ্চুরি করেছিল। যতবার নেমেছে, রান করেছে। এটা বিরাটকে আত্মবিশ্বাস যোগাবে। ক্রিকেটে একটু কপাল লাগে। বিরাটের শুরুটা যদি ভালো হয়, তা হলে কিন্তু বড় রানের প্রত্যাশা রাখাই যেতে পারে।''

পিভি সিন্ধু-লক্ষ্য সেন, সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি বাঁধছেন কোন লড়াই করতে?

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ ভারতের পুরুষ ডাবলস জুটির সদস্য সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠি ২০২৪ সালের চায়না মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে মাঠে ফিরেছেন, যা শুরু হচ্ছে আগামী মঙ্গলবার। প্যারিস অলিম্পিকের পর তাঁদের ক্যারিয়ারে একটি হতাশাজনক অধ্যায় ছিল, তবে এখন তাঁরা ইনজুরি কাটিয়ে আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের ফিরে পেতে প্রস্তুত। প্যারিস অলিম্পিকের পর সাত্ত্বিক এক টানা শোল্ডার ইনজুরির কারণে প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টন থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, যেমন আর্টিক ওপেন, ডেনমার্ক ওপেন এবং চায়না ওপেন। তবে দীর্ঘ বিরতির পর সাত্ত্বিক এবং তাঁরা এশিয়ান গেমস সোনালী পদকজয়ী পার্টনার চিরাগ শেঠি আবারও মাঠে ফিরতে প্রস্তুত।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক সময় শীর্ষস্থানীয় এই জুটি গত চায়না মাস্টার্সের ফাইনালে রানার্স-আপ হয়েছিলেন, এবার তাঁদের লক্ষ্য সেই পুরনো ছন্দ ফিরে পাওয়া। তাঁদের প্রথম ম্যাচ হবে চাইনিজ তাইপেইয়ের ইয়াং পো-শুয়ান এবং লি ঝে-হুইয়ের বিরুদ্ধে। যদিও কোচ হিসেবে মাতিয়াস বোয়ের প্রস্থানের পর তাঁদের গাইড করার জন্য কোনও কোচ নেই, তবুও সাত্ত্বিক-চিরাগ তাঁদের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং অভিজ্ঞতায় এই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের আরেক প্রধান তারকা পিভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে আরও উন্নতির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন। প্যারিস অলিম্পিকে কোনো পদক না পাওয়ার পর, তাঁরা দীর্ঘ সময় বিরতি নিয়েছিলেন এবং সেই থেকে নিজেদের পুরনো রূপে ফিরতে সংগ্রাম করছেন। লক্ষ্য সেন, যিনি প্যারিসে সেমিফাইনালে হেরে গিয়ে একেবারে পদক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সেই হতাশাজনক পরাজয়ের পর থেকে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। আর্টিক ওপেন, ডেনমার্ক ওপেন এবং কুমামোতো মাস্টার্স জাপানে তাঁর একাধিক প্রথম রাউন্ডে হার হয়েছে। তবে, এখন তার লক্ষ্য বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিযোগিতায় নিজেদের ফিরে পাওয়া। এবারের চায়না মাস্টার্সে তিনি সেভেন্থ-সিডেড মালয়েশিয়ার লি জি জিয়ার বিরুদ্ধে শুরু করবেন। পিভি সিন্ধু, যিনি দুটি অলিম্পিক পদক জিতেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স কিছুটা অপ্রত্যাশিত হয়েছে। ফিনল্যান্ডে মিশেল লির বিরুদ্ধে শকিং প্রথম রাউন্ড হারার পর তিনি ওডেন্সে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু সেখানেও আবার মিশেল লি তাঁকে পরাজিত করেন। চায়না মাস্টার্সে সিন্ধু থাইল্যান্ডের স্যুপানিদা ক্যাথেথংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবেন, যেখানে তিনি ৫-৪ হেড-টু-হেড রেকর্ডে এগিয়ে রয়েছেন। ভারতের মহিলা ডাবলস দল, তৃসা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ, যাঁরা কুমামোতো মাস্টার্স জাপানে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন, এবার চায়না মাস্টার্সে দ্বিতীয় সিডেড চিনের লিউ শেং শু এবং তান নিংয়ের বিরুদ্ধে খেলবেন। মিক্সড ডাবলসে অংশ নেবেন বি. সুমীত রেডি এবং সিকি রেডি। ভারতীয় শাটলারদের জন্য চায়না মাস্টার্স ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে দেশের শীর্ষ খেলোয়াড়রা নিজেদের পুনরুদ্ধারের জন্য এই মঞ্চে প্রমাণ দেখানোর সুযোগ পাবেন।

২৪ বছর বয়সে হলান্ডের ২৫ হ্যাটট্রিক

ওসলো, ১৮ নভেম্বরঃ ক্লাব কিংবা জাতীয় দল, মঞ্চ যাই হোক না কেন, প্রতিপক্ষের গোলমুখে সবসময় ভয়ঙ্কর এক নাম আর্লিং হলান্ড। এবার তার ক্ষুণে মানসিকতায় বিধ্বস্ত হলো কাজখস্তান। তারকা স্ট্রাইকারের হ্যাটট্রিকে অনায়াস জয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের শীর্ষ পর্যায়ে জায়গা করে নিল নরওয়ে। দেশের মাটিতে রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে দাপুটে ফুটবলে ৫-০ গোলে জিতেছে নরওয়ে। 'বি' লিগের তিন নম্বর গ্রুপের সেরা হয়ে 'এ' লিগে উঠেছে তারা। ছয় ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা নরওয়ে। ১১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রিয়া। স্লোভেনিয়া ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আর তলানিতে কাজখস্তানের পয়েন্ট ১। দেশের ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটি গত মাসে গড়েন হলান্ড। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায় ছুটে চলা ম্যানচেস্টার সিটি তারকা জাতীয় দলের হয়ে জালের দেখা পেয়েছেন গত ম্যাচেও, স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জয়ের পথে। সেই ধারাবাহিকতায় এদিন ২৩তম মিনিটে প্রথম গোলটি করেন হলান্ড। সতীর্থের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ফিরতি বল পেয়ে জালে পাঠান তিনি। ৩৭তম মিনিটে

হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করার পর, ৭১তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ক্লাব ফুটবল ও জাতীয় দল মিলিয়ে হলান্ডের এটা ২৫তম হ্যাটট্রিক। এর মধ্যে চারটি দেশের হয়ে। সবচেয়ে বেশি ১১টি হ্যাটট্রিক তিনি করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে। আর সালসবুর্কের হয়ে পাঁচটি, বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে চারটি ও মোল্ডার হয়ে একটি। জাতীয় দলের হয়ে ৩৯ ম্যাচে হলান্ডের মোট গোল হলো ৩৮টি। এবারের নেশন্স লিগে এখন পর্যন্ত সাত গোল করে তিনিই তালিকার শীর্ষে। চলতি মরসুমে ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে তিন হ্যাটট্রিকে মোট ২২ গোল হয়ে গেল হলান্ডের। হলান্ডের শেষ গোলটির আগে ও পরে জালের দেখা পান আলেকজান্দার সরলথ ও আন্তোনিও নুসা।

ইতালির বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে গ্রুপ সেরা ফ্রান্স

মিলান, ১৮ নভেম্বরঃ আগেই নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল নিশ্চিত হওয়া দুই দলের লড়াইয়ে রবিবার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে ফরাসিরা। ১৯৮৩ সালে সুইডেনের বিপক্ষে ৩-০ গোলে হারের পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ঘরের মাঠে ইতালির সবচেয়ে বড় পরাজয় এটি। মিলানের সান সিরোয় শুরুতে রাবিও সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর গুলিয়েলমো ভিকারিওর আত্মঘাতী গোলে বাড়ে ব্যবধান। আন্দ্রেয়া কাম্বিয়াসো একটি শোধ করার পর দ্বিতীয়ার্ধে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রাবিও। প্রথম দেখায় গত সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে প্রথম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পরও ৩-১ ব্যবধানে হেরেছিল ফ্রান্স। ৬ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ফ্রান্সের পয়েন্ট ১৩, ইতালিরও তাই। গোল পার্থক্যে ইতালিয়ানদের (৫) চেয়ে

একটু এগিয়ে 'এ' লিগের দুই নম্বর গ্রুপের সেরা হলো দিদিয়ে দেশমের দল (৬)। একই সময়ে গ্রুপের আরেক ম্যাচে ইসরায়েলের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারা বেলজিয়াম ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে ইসরায়েল। ঘরের মাঠে হেরে গেলেও, গোলের জন্য শট নেওয়ায় এগিয়ে ছিল ইতালিই। তাদের ১০ শটের ৪টি ছিল লক্ষ্যে। আর ফ্রান্সের ৬ শটের ৪টি লক্ষ্যে ছিল। প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মাকে এই ম্যাচে পায়নি ইতালি। স্কাই স্পোর্ত ইতালিয়ার খবর অনুযায়ী, পেটের সমস্যায় শেষ মুহূর্তে ছিটকে যান পিএসজি তারকা। ম্যাচের প্রথম সুযোগেই দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। দিনিয়ের কর্নারে ছয় গজ বক্সে লাফিয়ে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন প্রাক্তন পিএসজি মিডফিল্ডার রাবিও। প্যারিসে প্রথম দেখায় নিজেদের ইতিহাসের দ্রুততম ১৩ সেকেন্ডে গোল করেছিল ফ্রান্স। নবম মিনিটে প্রথম আক্রমণ শাণায় ইতালি। নিকোলো বারেল্লার শট অনায়াসে ঠেকান দোন্নারুম্মার জায়গায় সুযোগ পাওয়া ভিকারিও। ২৫তম মিনিটে ফেদেরিকো দিমার্কোর ফ্রি-কিকে জিওভান্নি দি লরেন্সোর হেড লক্ষ্যে থাকেনি। ৩৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। দিনিয়ের ফ্রি-কিকে বল ক্রসবারে লেগে ভিকারিওর পিঠে পড়ে জালে জড়ায়। দুই মিনিট পরই একটি গোল শোধ করে ইতালি। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে দিমার্কোর ক্রসে ছয় গজ বক্সের বাইরে ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন ডিফেন্ডার কাম্বিয়াসো। ৫৮তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ক্রিস্তোফা এনকুনকুর জোরাল নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান ভিকারিও। ৬৫তম মিনিটে দুই গোলের লিড পুনরুদ্ধার করেন রাবিও। বাঁ দিক থেকে দিনিয়ের ফ্রি- কিকে আরেকটি হেডে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে এই প্রথম এক ম্যাচে দুটি গোল করলেন ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। চার মিনিট যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে ইতালি গোল পেয়েই যাচ্ছিল প্রায়। মোইজে কিনের শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। আসরে গত মাসের মতো এই মাসের দুটি ম্যাচেও কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়াই খেলেছে ফ্রান্স। তিন দিন আগে ঘরের মাঠে ইসরায়েলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করলেও, ইতালির মাঠে দারুণ জয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল তারা।

আইরিশদের গুঁড়িয়ে নেশন্স লিগের শীর্ষ পর্যায়ে ফিরল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১৮ নভেম্বরঃ আক্রমণে ছড়ি ঘুরিয়েও প্রথমার্ধে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারল না ইংল্যান্ড। বিরতির পর বল মাঠে গড়াতেই সেই হতাশা ঝেড়ে ফেলল তারা। পাঁচ মিনিটের ঝড়ে প্রতিপক্ষকে এলোমেলো করে, দারুণ জয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের শীর্ষ পর্যায়ে ফিরল হ্যারি কেইন ও তার সতীর্থরা। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ইংল্যান্ড। অনেকটা সময় এক জন কম নিয়ে খেলা আইরিশদের বিপক্ষে কেইন দলকে এগিয়ে নেন। এরপর একে একে জালে বল পাঠান অ্যান্ডনি গর্ডন, কনর গ্যালাঘার, জ্যারড বোয়েন ও টেইলর হারউড-বেলিস। এই দলের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় দিয়েই আসর শুরু হয়েছিল

ইংলিশদের। ফিরতি দেখায় তাদের প্রথমার্ধ কাটে হতাশায়। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণেও আধিপত্য করে দলটি কিন্তু গোলের জন্য আটটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই সবকিছু বদলে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন গোলে এগিয়ে যায় তারা। প্রথম গোল হজমের আগমুহূর্তে ১০ জনের দলেও পরিণত হয় সফরকারীরা। নিজেদের বক্সে ৫১তম মিনিটে জুড বেলিংহ্যামকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লিয়ান স্কেলস। সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা কেইন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলদাতার মোট গোল হল ৬৯টি। এগিয়ে যাওয়ার দুই মিনিটের মাথায় আবার গোল উদযাপনে মাতে ইংল্যান্ড। এবার সতীর্থের পাসে প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে আসা বল দারুণ ভলিতে জালে পাঠান নিউক্যাসল ফরোয়ার্ড অ্যান্থনি গর্ডন। ৫৮তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন গ্যালাঘার। মার্ক গেয়ির হেডে বল দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে টোকায় জালে পাঠান আতলেতিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার। ৭৫তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বলে প্রথম ছোঁয়াতেই গোল করেন বোয়েন। বাঁ দিক থেকে বেলিংহ্যামের ফ্রি কিকে বক্সে বল পেয়ে জোরাল শটে অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ওয়েস্ট হ্যামের এই ফরোয়ার্ড। কাইল ওয়াকারের বদলি হিসেবে জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামেন টেইলর হারউড বেলিস। ৭৯তম মিনিটে হেডে গোল করে অভিষেক রাঙান সাউথ্যাম্পটনের এই ডিফেন্ডার। ছয় ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট ইংল্যান্ডের, 'বি' লিগের দুই নম্বর গ্রুপের সেরা হয়ে 'এ' লিগে ফিরছে তারা। দারুণ এই জয় দিয়েই শেষ হচ্ছে ইংল্যান্ড দলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলির অধ্যায়। টমাস টুখেলের কোচিংয়ে আগামী বছর নতুন যাত্রা শুরু হবে প্রাক্তনবিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। এদিন একই সময়ে শুরু গ্রুপের আরেক ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারানো গ্রিসের পয়েন্টও ১৫। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে পিছিয়ে দুইয়ে আছে তারা, শীর্ষ পর্যায়ে ওঠার প্লে-অফ খেলবে তারা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আয়ারল্যান্ড। ছয় ম্যাচের সবগুলোই হেরেছে ফিনল্যান্ড।

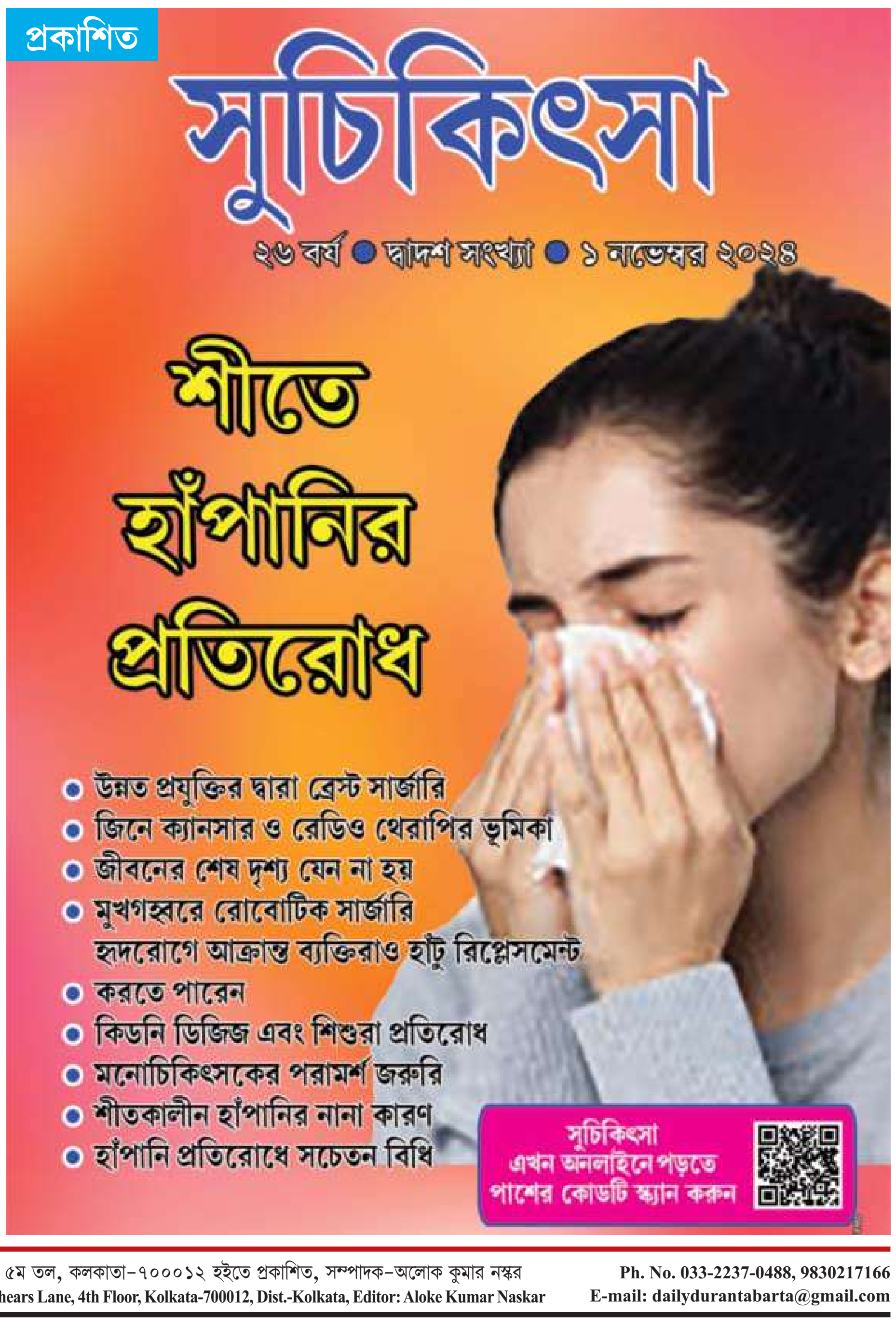

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com